৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২ পৌষ – ৮ পৌষ, ১৪২৮ ঃ ১৮ ডিসেম্বর – ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 8, 18 December - 24 December, 2021 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সংক্রমণের হারে করোনা গ্রাফে এখনও উপরের দিকে

কলকাতা। বিপদসীমা ৫ শতাংশের বেশি থাকায় কেরলের ৮টি জেলার সঙ্গে তালিকায় উঠল কলকাতারও নাম। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্যে দেশের ১৯টি বিপদজনক জেলার মধ্যে কলকাতায় সংক্রমণের হার ৫.৪৬ শতাংশ।

রবিবার : যত কান্ড পশ্চিমবঙ্গের ধান সংগ্রহে। রাজ্যের শস্যভাণ্ডার

পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে ধান কিনে নিয়মমাফিক চাল না দেওয়ায় গ্রেফতার এক চালকল মালিক। অনেকে আবার একে দুর্নীতির পাহাড়ে নুড়ি কাঁকড় সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা করছেন। এখনও নাকি বড় বড় পাথর কুড়ানো বাকি আছে।

সোমবার : নতুন আইনে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলেও বা টাকা

ফেরাতে ব্যর্থ হলে ৯০ দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্ট পিছু ৫ লক্ষ টাকা পাবেনই আমানতকারীরা। ফের একবার এ ব্যাপারে আমানতকারীদের নিশ্চিন্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সংশোধিত আইনে এক লক্ষের বেশি আমানতকারী ১৩০০ কোটি ফেরত পেয়েছেন বলে দাবি প্রধানমন্ত্রীর।

মঙ্গলবার: আনাজের দাম বৃদ্ধির উপর ভর করে খুচরো মূল্যবৃদ্ধি ৪.৯১

শতাংশ ছুঁয়ে সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছালো গত নভেম্বরে। তবে খাদ্যপণ্যের দাম এবার গত বছরের তুলনায় অনেকটা কম। অবশ্য ওমিক্রনের দৌলতে বজায় থাকবে কিনা সেটাই আশঙ্কার।

বুধবার: এবার আর শতাংশের হিসাব বা অপরাধের মাত্রা নয় আগামী

কলকাতা পুর নির্বাচনে সব বুথেই সিসি ক্যামেরা লাগাবার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একটি জনস্বার্থ মামলায় প্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ।

বৃহস্পতিবার : পড়াশুনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার

মাধ্যমে রাজ্যের পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করা যায় তাই চালু হয়েছিল বৃত্তিশিক্ষা। কিন্তু মুখে দক্ষতা বাড়াবার কথা বল্লেও বৃত্তিশিক্ষকদের ফোন বন্ধ গত সেপ্টেম্বর থেকে। হায় কর্মসংস্থানের স্বপ্ন!

শুক্রবার: কোভিড মহামারির জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৯ শতাংশ ছোট

ও মাঝারি শিল্প। সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৯ সালের তুলনায় ব্যবসায়ীদের আত্মহত্যার সংখ্যাও বেড়েছে ২০২০ সালে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অর্থের অভাব, নিকাশি খালগুলির কী সংস্কার হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বেগোর খাল–মণি খাল–চড়িয়াল খালের মতো মোট ২৭ টি খাল সংস্কারের কাজে হাত দেবে রাজ্যের সেচ দফতর। দফতরের সচিব অমিত রায় সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা পুরসংস্থার মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন আগামী নভেম্বরের শুরু থেকেই কলকাতা পুরসংস্থা একাকার খাল গুলি সংস্কারের কাজ শুরু হবে। অথচ ডিসেম্বরের মাসের ১৭ তারিখ হয়ে গেল অর্থের অভাবে এবারের শীতে কলকাতার চতুর্পাশের নিকাশি খালগুলির সংস্কার হবে কী না জোর সন্দেহ রয়েছে। ফলে আগামী বছরের বর্ষায় কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি দফতরের হাতে কোনও জাদুকাঠি নেই কলকাতার রাজপথে জলের ঢেউ বওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি দফতরের আধিকারিকরা খুব ভালো করেই জানে যে কলকাতা পুর এ পর্যন্ত যতো গুলি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন রয়েছে, সেগুলির ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করেই নিকাশি খাল সংস্কারের করে কলকাতা মহানগরকে জল জমার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। খাল সংস্কার না পাম্পিং স্টেশন দিয়ে খালে জল ফেললে, সে ব্যাক ফ্লো করে

ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার ম্যান হোল দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা পাড়া ভাসাবে। আগে নিকাশি সংস্কার করাই আশু কাজ বলে মনে কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি দফতরের আধিকারিকরা। নতুন করে বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের কোনও প্রয়োজন নেই। এমনই তেই ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। ওই ওয়ার্ডে কোন পাম্পিং স্টেশন নেই। যদিও ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা তৈরি হয়নি। এখন কলকাতার জমা জল সরাতে পুরসংস্থার ৭৬ টি পাম্পিং স্টেশনে ৩৮৯ টি পাম্প কাজ করছে। এছাড়াও নানা ওয়ার্ডে ৪০০ টির মতো পোর্টেবল পাম্প সক্রিয় থাকে। প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য এখন বৃষ্টি হলেই দেখছি, জল জমে যাচ্ছে। সকলে সকলে নাজেহাল হচ্ছেন। আসলে বর্তমান পুর কর্তাদের লাগাতার নজরদারির অভাবেই কলকাতার মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। সমস্যা মেটাতে বিজ্ঞ হতে হয় না। কাজেই মন নেই। কাজে মন না দিয়ে রাজ্যের এ প্রান্তে ও প্রান্তে ঘুরে বেড়ালে কলকাতার মানুষকে ভুগতে হবে বর্ষার জলে। মন দিয়ে যদি কাজ করা হত, তা হলে গত বর্ষায় এই হাল হতো না।

নিরাপত্তা বলয় তৈরিতে জারি ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ ডিসেম্বর সকাল ৭ টায় অষ্টম কলকাতা পুরসংস্থার সাধারণ নির্বাচন, ২০২১ শুরু। আর ঠিক তার আগে কলকাতা পুলিশ কলকাতা পুর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করবে। আর ১৪৪ ধারা রেখেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন কলকাতা পুরনির্বাচন পরিচালনা করবে। ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসার অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সূত্রের খবর, কলকাতা পুর এলাকায় ঢোকার ২৫টি মূল রাস্তা গুলিতে নাকা– পয়েন্টে তল্লাশি চলছে। কলকাতায় ঢোকা সমস্ত গাড়ির উপরে করা নজর রাখতে বলা হয়েছে। এবারের কলকাতা পুরসংস্থার সাধারণ নির্বাচনে মোট ৯৫০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ভোটার আছেন ৪০,৪৮,৩৫৭ জন। পুরুষ ভোটার আছেন ২১,১৭,৮৪০ জন, ১,৮৭,৩৯৫ জন কমে মহিলা ভোটার আছেন ১৯,৩০,৪৪৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছেন ৭৩ জন। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মোট পোলিং পার্সন রয়েছেন ২৫,৮২৬ জন। মোট পুরুষ ভোট কর্মী রয়েছেন ২৫,৭৫৬ জন আর মহিলা ভোট কর্মী রয়েছেন ৭০ জন। এদের দিয়ে কেবল কলকাতা পুর নির্বাচনে মহিলা পরিচালিত সাতটি মডেল পোলিং স্টেশন করা হচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে তিনটি পোলিং স্টেশন এবং ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলে চারটে পোলিং স্টেশন। এবার প্রতিটি পোলিং পার্সনকে একটি কোভিড হেল্‌থ কিট দেওয়া হচ্ছে সঙ্গে ২৫০ টাকা অতিরিক্ত 'উইন্টার অ্যালাউন্স' দেওয়া হচ্ছে। এবারের কলকাতা পুর সংস্থার নির্বাচন কোভিড প্রতিরোধে ৩,৫৭৫ জন আশাকর্মীকে কাজে লাগানো হচ্ছে। কলকাতা পুরসংস্থার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ১৬৭৬ টি। মোট বুথ ৪,৯৫৯ টি। এর মধ্যে ক্রিটিকাল বুথ রয়েছে ১১৩৯টি। সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল বুথ বরো সাতে। এখানে মোট বুথ ৫৮৭ টি। তার মধ্যে ২৫০ টি ক্রিটিক্যাল। বরো ১ এ মোট বুথ ৩৪৫ টি। ক্রিটিক্যাল ১১২ টি। বরো ৩ এ মোট বুথ ৪০০ টি। ক্রিটিক্যাল বুথ ১০০ টি। সবচেয়ে বেশি বুথ থাকছে হরিদেবপুর থানা এলাকায়। মোট বুথ ১৮৯ টি। এর পরেই রয়েছে বেহালা পশ্চিমের পর্ণশ্রী থানা এলাকায়। এখানে বুথের সংখ্যা ১৭৮ টি। কলকাতা পুর এলাকার সব ক'টি থানা এলাকায় সিসি ক্যামেরার নজরদারি থাকবে। ভোটের দিন ১৯ ডিসেম্বর কলকাতায় মোট ২০০ টি পুলিশ পিকেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হাওড়া–কলকাতা, বিধাননগর–কলকাতা, বারুইপুর–কলকাতা এবং ডায়মন্ড হারবার–কলকাতা পুলিশ কমিশনারেটে অতিরিক্ত নাকা পয়েন্ট করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের লেদার কমপ্লেক্স থানাটি পঞ্চায়েত এলাকায় হওয়ায় এখানে ভোট হচ্ছে না।

নদীর পাড়ে বাস ভাবনা বারো মাস

কল্যাণ রায়চৌধুরী : নদীর পাড়ে বাস ভাবনা বারো মাস, এর আগেও ভেঙেছে একাধিকবার এই নদী বাঁধ কিন্তু পাকা বাঁধ আর নির্মাণ হয়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের ধনবেরিয়া কানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সুলতানপুর নদী বাঁধের বেহাল দশা। ঘূর্ণিঝড় যাওয়ার কারণে ভেঙে গিয়েছিল বাঁধের একাংশ। আর সেই ভাঙা বাঁধ দিয়েই হুহু করে গ্রামে ঢুকছিল নোনা জল। চিন্তায় মাথায় হাত পড়ে গিয়েছিল গ্রামবাসীদের। একদিকে তো পাকা ধানে মই দিয়ে গেছে অসময়ের অতিবৃষ্টি তার ওপর বাঁধভাঙা নোনা জল চাষের জমি। মাটির ঘর সমস্তকিছুই ভেঙে দিয়েছিল। তবে এই অসময়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ডায়মন্ডহারবার ১ নম্বর ব্লকের পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ গৌতম অধিকারী। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সেই সময় মাটির বস্তা ফেলে জল আটকানো গেলেও আতঙ্ক কাটছিল না ধন বেরিয়ে কানপুর অঞ্চলের ১০ থেকে প্রায় ১২ হাজার মানুষের। এরপরই এই গোটা বিষয়টি ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লক পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ গৌতম অধিকারী ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কে জানায় এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যত শীঘ্রই সম্ভব এই বাঁধ মেরামত করে পাকাপোক্তভাবে কংক্রিটের বাঁধ তৈরি হবে এখানে। আর তারপরই প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হলো এই বাঁধ নির্মাণের কাজ। ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লক ও ইরিগেশন দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হলো প্রায় ২০০ ফুটের বেশি পাকা বাঁধ নির্মাণের কাজ। প্রথম ধাপে

স্থাবার হোল ফিলাপ এর কাজ চলছে যেখানে এই হুগলি নদীর খরস্রোতা কে আটকাতে মাটির বস্তা দিয়ে চলছে সিল্টেশন এর কাজ। এবং এই কাজ শেষ হওয়ার পরই শুরু হবে শিট পাইলিংয়ের কাজ এমনটাই জানান ডায়মন্ডহারবার এক নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মিলন তীর্থ সামন্ত। পাশাপাশি এই ধনবেরিয়া কানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষের বসবাস এবং বেশ কিছুটা অংশ রয়েছে কুলপি বিধানসভার মধ্যেও পুরোটারই কাজ শুরু হলো তৎপরতার সাথে। ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকপূর্তের কর্মাধ্যক্ষ গৌতম অধিকারী জানায় এই অঞ্চলের মানুষেরা পাকা বাঁধ নির্মাণের জন্য আমার কাছে লিখিতভাবে জমা দেওয়ার পরেই আমি গোটা বিষয়টি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কে জানাই এবং তিনি তৎপরতার সাথে এই বাঁধ নির্মাণের টাকা স্যাংশন করেন।এর আগেও ঘূর্ণিঝড় ইয়াশ এর সময় এই বাঁধের প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ ফুট ভাঙন নিয়ে চলে গিয়েছিল নদীগর্ভে। চিন্তায় মাথায় হাত পড়ে গিয়েছিল গ্রামবাসীদের। তবে সেই সময়ে ডায়মন্ড হারবার এর বিধায়ক ছিলেন দীপক কুমার হালদার। তিনি গ্রামবাসীদের একাধিক প্রতিশ্রুতি দিলেও পাকা বাঁধ নির্মাণ হয়নি তারপর আবারো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙেছে বাঁধ। তবে পাকাপাকিভাবে এবার কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ হওয়ায় অনেকটাই চিন্তা মুক্ত হতে পারছেন কানপুর ধনবেরিয়া পঞ্চায়েতের মানুষেরা। স্থানীয় বাসিন্দা ধনঞ্জয় হালদার জানান একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে আর এই নদী বাঁধ ভেঙে গ্রামে নোনা জল ঢুকে বসতবাড়ি থেকে শুরু করে চাষের জমির ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু কোনোভাবেই এই কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ হচ্ছিল না। তবে এবার গৌতম অধিকারীর উদ্যোগে ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর তৎপরতায় কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ হলে অনেকটা স্বস্তিতে থাকবো আমরা।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ পাচার অব্যাহত

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগদা থেকে হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার কিমি। ভৌগোলিক কারণে এই জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের পুরো এলাকায় এখনও উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। সীমান্তবর্তী এই প্রায় এক হাজার কিমি জায়গাটা রয়েছে বনগাঁ ও বসিরহাট এই দুটি পুলিশ জেলার অন্তর্গত। এইসব সীমান্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বিখারি, হাকিমপুর, কৈজুরি, দোবিলা, পানিডর, বসিরহাট, ঘোড়াডাঙা প্রভৃতি। এইসব সীমান্তগুলির কোথাও ইছামতী নদী, কোথাও সোনাই নদী, আবার কোথাওবা ভারতীয় বাসিন্দাদের বাড়ি–ঘর থাকার কারণে বহু জায়গা আজও অরক্ষিত। কিছুদিন আগেও গরুপাচার ছিল এই এলাকার অন্যতম বড় সমস্যা। কিন্তু গরু পাচারের মূল পান্ডা এনামুল হক ও বিএসএফের এক কর্তা সিবিআই জালে ধরা পড়ার পর বনগাঁ ও বসিরহাট পুলিশ জেলাদ্বয়ের সীমান্তগুলিতে গরুপাচার এখন একপ্রকার বন্ধ হলেও সীমান্তের বর্তমান সমস্যা হল অনুপ্রবেশ, চোরাচালান সহ সোনা ও মাদক পাচার বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, বিভিন্ন অরক্ষিত সীমান্তগুলি দিয়ে বিএসএফের নজর এড়িয়ে প্রায়শই ঘটে চলেছে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও পাচার প্রক্রিয়া।

যদিও চোরাচালান, অনুপ্রবেশ ও পাচার প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য বিএসএফ যথেষ্ট সক্রিয়, এই কারণে স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত এলাকা থেকে কিছুদিন আগে প্রায় ৬১লক্ষ টাকা মূল্যের ১০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে বিএসএফ। এর একদিন আগেই তারালি সীমান্ত থেকে বিএসএফ প্রায় ৬ লক্ষ টাকার রূপো উদ্ধার করেছিল। বিএসএফ সূত্র থেকে জানা যায়, এদিন উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলি অভিনব কায়দায় পাচার হচ্ছিল। লুঙ্গি পরা, ফুল হাতা শার্ট ও গলায় মাফলার জড়ানো খালি হাতের এক ব্যক্তি। তাকে জওয়ানদের পক্ষ থেকে নিয়মমাফিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও একগুচ্ছ সমস্যা

কুনাল মালিক : গত সংখ্যায় আমরা একটা প্রতিবেদন করেছিলাম পর্যটন মানচিত্রে উজ্জ্বল হচ্ছে বজবজ–২ নং ব্লক শীর্ষক একটি প্রতিবেদন। গত ১৫ ডিসেম্বর হুগলি নদী তীরবর্তী বুড়ুল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বজবজ–২নং ব্লক প্রশাসন ও পর্যটন পরিষদের উদ্যোগে একটি সভা হয় নদী তীরে রিসোর্টে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও নবকুমার দাস, সভাপতি রীতা মিত্র,সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, পর্যটন পরিষদের সভাপতি অরূপ ব্যানার্জী, সম্পাদক অনুপম গুহ, সহ–সভাপতি অজয় রাওলা প্রমুখ।

পর্যটন পরিষদ আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে বাহিরকুঞ্জে একটি পর্যটন মেলার

পরিদর্শন করেছে – সেই ব্যাপারেই আলোচনা হয়। পর্যটন পরিষদের লক্ষ্য, এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে উন্নত করা। পর্যটন পরিষদের বক্তব্য বাওয়ালীর রাজবাড়ি, প্রাচীন মন্দির, মুচিশার নার্সারি, রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত নদীর ধারের মনোরম পরিবেশকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা। রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত বিভিন্ন নদীর পাড়ে প্রচুর রিমোট ও পিকনিক গার্ডেন তৈরি হয়েছে এগুলোকে মেলার মাধ্যমে তুলে ধরাই পর্যটন মেলার লক্ষ্য। সেই সঙ্গে এলাকার হস্তশিল্পকেও

তুলে ধরা হবে। সভায় উপস্থিত জনপ্রতিনিধি এবং বেশ কয়েকজন পিকনিক গার্ডেনের মালিক বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রথমত রায়পুর থেকে বুড়ুল নদী বাঁধের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার বেহাল দশার জন্য বুড়ুল দিয়ে বাস ঢুকতে পারছে না। বর্তমানে নলদাড়ী ঘাটের কাছে রাস্তার কাজ চলছে। এর ফলে পিকনিক গার্ডেনে বুকিং হচ্ছে না। রায়পুর বাজারের সংকীর্ণ রাস্তা দিয়েও বাস ঢোকা সম্ভব নয়।

বড় বড় রিসোর্টের সমস্যা হচ্ছে না, কারণ ছোট গাড়ি করে পরিবাররা আসছেন।

দ্বিতীয়ত রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত রাস্তায় সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে ঢেকে যায়, এই রাস্তায় আলোর প্রয়োজন। বুড়ুল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন হাতি বলেন, পর্যটন টানতে হলে এলাকায় পানীয় জল ও শৌচালয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। থার্মোকলের প্লেট ও প্লাস্টিকের গ্লাস বিভিন্ন এলাকায় দূষণ বাড়াচ্ছে –এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে হবে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। বুড়ুলে একটা বাস টার্মিনাস দরকার।

বুড়ুল পঞ্চায়েতের প্রধান অদিত্য ঘোষ বলেন, যেভাবে রিসোর্ট বাগান হচ্ছে এবং পাঁচিল তোলা হচ্ছে আগামী দিনে আমাদের পয়সা দিয়ে নদী দেখতে হবে। ডি–রায়পুর অঞ্চলের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক বলেন, পর্যটন ক্ষেত্র হোক তবে যেন স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

বিডিও নবকুমার দাস সহকারী সভাপতি ব্যানার্জী এবং পর্যটন পরিষদের সদস্যরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে, ধীরে ধীরে সব সমস্যা মিটে যাবে।

বাইশের সওদা এখন থেকেই ঠিক করতে হবে

পার্থসারথি গুহ

খারাপ একটা দিন দিয়ে সপ্তাহ আরম্ভ করল শেয়ার বাজার। প্রত্যাশিতভাবেই লগ্নিকারীদের সেই ফুরফুরে মেজাজও নেই যে অর্থবাজার নিয়ে কপচানি চালায়। শুধু মাঝেমধ্যে নিজেদের শেয়ারের দাম ২-৩ সপ্তাহ আগে কি ছিল, আর এখন কি হল তা দেখে নেওয়ার পালা চলছে। বলাবাহুল্য, অনেকটাই কমে যাওয়া দাম দেখে থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ছে ট্রেডারদের। শীতের ছুটি যে ঠিকমতো উপভোগ করবে তার বালাই নেই। তবে এর মধ্যেও কিছু শেয়ার বিশেষজ্ঞ তথা বাজার নিয়ে মাথা ঘামানো ব্যক্তি ছকে নিচ্ছেন আগামী কিছুদিনের স্ট্র্যাটেজি। নেতিবাচক পরিস্থিতিতে লেনদেন কিভাবে চালিত হবে। তার সঙ্গে এখনও যেসব সেক্টর বা নির্দিষ্ট শেয়ার ভালো অবস্থায় আছে তার হালচাল বুঝে নেওয়া হচ্ছে জোরকদমে।

আসলে টানা ব্যাটিং করার পর ফিল্ডিং করতে নামলে যে অবস্থা হয় ভারতীয় শেয়ার বাজারে এখন ঠিক সেই পরিস্থিতি চলছে। এখনও মনের মধ্যে বুলদের মতো ইতিবাচক কুহু কুহু ডাক চলছে। অন্যদিকে হাতেগরমে বেয়ারদের ছ্যাঁকায় হাত পুড়ছে, থুড়ি শেয়ারের দাম পড়ছে। এমনিতে ১৭ হাজার ভেঙে নিফটি যেমন আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৫৮ হাজার ভেঙে গেলে আরও বড় কাঁপুনি দেখা যাবে সেনসেক্সে। এমতাবস্থায় পরিবর্ত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এখনও অর্জন করতে পারেনি সূচকজোর। আগামী বেশ কিছুদিন এই অবস্থা জারি থাকলে নিশ্চিতভাবে সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তাও বাতলে দেবেন লগ্নিকারীরা। নিজের আঙ্গিকে সেই অবস্থার মোকাবিলা করার উপায়ও বেরোবে তখন। তবে ফার্মা, তথ্যপ্রযুক্তি আর ধাতুর শেয়ার কারেকশন পরবর্তী অধ্যায় কিনলে

লাভবান হওয়ার যোগ তৈরি হবে এটা বোঝার জন্য জ্যোতিষ চর্চা না করলেও চলবে।

দিনের শুরুটা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছিল। বড় গ্যাপ আপ নিফটিকে ১৭,৬০০ পার করে দিয়েছিল এদিন। কিন্তু, বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের বাজার থেকে আসা ক্রমাগত খারাপ খবর এবং ওমিক্রন আতঙ্ক টেনে নামাল ভারতীয় অর্থবাজারকে। সকালের গ্যাপ আপ যেখানে প্রায় ১৫০ পয়েন্ট বাড়িয়ে ছিল, সেখানে দিনের শেষে সেই উত্থান থেকে অনেকটাই নিচে এল নিফটি। আগের দিনের ক্লোজিং থেকে নিফটি নিচে এল ১৩০ পয়েন্ট মতো। সেনসেক্সও পড়ল বেশ ভালো রকম। ফলে এই উথাল-পাতালের মাঝে পড়ে ফের নড়ে গেল লগ্নিকারীদের আত্মবিশ্বাসের স্টাম্প। যা চিন্তায় রাখবে আগামী কিছুদিনের জন্য তো বটেই। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে হিসেবটা কষছেন সেই অনুযায়ী ১৬,৬০০-১৭,৬০০ হল নিফটির গতিপথ। এই হাজার পয়েন্টের খেলাটাই চলছে এখন। এর মধ্যে নিফটি ১৭ হাজারের মধ্যে ভালো একটা সাপোর্ট খুঁজে নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এই জায়গাটা ভেঙে গেলেই মুশকিল।এমন ঠোক্কর খেয়ে খানিকটা হলেও মুড অফ লগ্নিকারীদের।

নতুন সপ্তাহে শেয়ার বাজার কেমন থাকবে তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটে বল ঠিকমতো হবে কিনা সেটাও দেখে নিতে হবে। এখানে ব্যাটে বল হওয়া বলতে বোঝাচ্ছে লগ্নিকারী যে শেয়ার কিনছেন তা ধরার সময়টা ঠিকঠাক হওয়া। এই মুহূর্তে বাজার একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকে হয়তো ভাবছেন সব শেয়ারের হালই এখানে ডুবন্ত জাহাজের মতো হয়ে গিয়েছে। এই ভাবনা কিন্তু সব অর্থে সঠিক নয়। কারণ, পড়তির জমানাতেও বেশ কিছু শেয়ারের দামে চাঙ্গল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসলে খারাপ বাজারের মধ্যেও তাদের সময়টা ভালো কাটছে। হয়তো বাজারে তাদের এমন কিছু ইতিবাচক খবর আছে তা ওইসব শেয়ারকে নিচে আসতে দিচ্ছে না।

এভাবেই আপাতত হয়তো পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরের দিকে এগোব ভারতে অর্থবাজার। সেই এগনো আপাতভাবে কিছুদিন আগেকার মতো মসৃণ নাও হতে পারে। বিস্তর বাধা এসে ভিড় করতে পারে সেই কক্ষপথে। তারমধ্যে কীভাবে নিজেদের ডিপি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে সেদিকেও আপাতত নজর দিয়ে লগ্নির চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ ডিসেম্বর – ২৪ নভেম্বর, ২০২১

মেষ: স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ-ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। বিবাহ বিষয়ে শুভ লক্ষণ।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

বাঁশ ঝাড় থেকে উদ্ধার ৭ ফুটের পাইথন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ময়নাগুড়ি : ফের বাঁশ ঝাড় থেকে উদ্ধার হলো পাইথন। বুধবার ময়নাগুড়ির রানীরহাট মোড় সংলগ্ন জাব্রামালি দুই নম্বর ভাঙ্গারপার এলাকা থেকে এই পাইথনটি উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, বুধবার আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দেবাশীষ সরকারের বাঁশ ঝাড়ে দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনকে।

এরপর সংগঠনের সদস্যরা সেখানে গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করেন। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় নীচে নামাতে সক্ষম হন। জানা গেছে, পাইথনটি বার্মিজ প্রজাতির। পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ অমল রায় বলেন, বাঁশ ঝাড় থেকে একটি ৭ ফুট লম্বা পাইথন উদ্ধার করা হয়েছে। এটি বার্মিজ প্রজাতির পাইথন। সাপটিকে আমরা বন দফতরের হাতে তুলে দেব। বন দফতর সূত্রে খবর সাপটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জঙ্গলে ছাড়া হবে।

ওয়েদার ব্রীজে যানবাহন চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ থেকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বারাসাত নদীর উপর নবনির্মিত ওয়েদার ব্রীজ দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হলো। প্রায় একমাস সময় লেগেছে এই ব্রীজ নির্মাণ করতে।

নির্মাণ খরচ আনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা, ব্রিজের দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার। প্রশাসনের নির্দেশ অনুসারে আজ থেকে এই ব্রিজের উপর দিয়ে যান চলাচল শুরু হলো। যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে ব্রিজের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে। তবে এই ব্রিজের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে প্রশাসন থেকে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মাল বোঝাই ট্রাক, ভিন রাজ্যের গাড়ি, যাত্রীবোঝাই বাস ব্রীজের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারবে না। প্রাইভেট গাড়ি, টু হুইলার, স্কুলবাস এই ব্রিজের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারবে। তবে রিকশা চলাচল করতে পারবে না। ব্রিজের দুইপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার রাখা হয়েছে।

দাম না মেলায় সমস্যায় ময়নাগুড়ির চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঠিক মতো দাম না মেলায় সমস্যায় ময়নাগুড়ি ব্লকের কপি এবং বেগুন চাষিরা। কৃষকদের অভিযোগ, এমনিতেই সার সহ কৃষিজ বিভিন্ন অনুসাঙ্গিক এর দাম বৃদ্ধি তাছাড়া এবছরের ভারী বৃষ্টিতে ক্ষেতের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তুলানামূলক ভাবে বেগুন এবং কপির দাম না মেলায়, কৃষকদের আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুর উপায় থাকবে না।

জানা গেছে, বাজারে পাইকারি মূল্য ফুল কপি সহ বাঁধা কপির দাম ১৫-১৭ টাকা। কিন্তু বাজারে বিক্রি হচ্ছে ফুল কপি এবং বাধা কপি ৩৫-৪০ টাকা দরে। আর কৃষকরা সেই দাম না মেলায় ফড়েদের প্রতি অভিযোগ করছেন কৃষকরা। কৃষকদের দাবি, ফড়েদের দাপটে কৃষকরা দাম পাচ্ছে না। লুঠে নিচ্ছে এরা।

কৃষকরা জানান, তারা মহাজনের কাছ থেকে ধার-দেনা করে বেগুন এবং ফুলকপি চাষ করেছে। প্রতি বিঘা প্রতি, খরচ ২৫ থেকে ৩০, হাজার টাকা। আর এভাবেই দাম না মেলায় তারা খুব সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। স্থানীয় এক কৃষকের মুখে শোনা গেল এবার বৃষ্টিপাত বেশি হওয়াতে প্রথম কিস্তিতে চাষ করা সকল সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে আবার নতুন করে সবজি লাগিয়েও কোনও দাম পাচ্ছে না পাইকারি বাজারে বলে অভিযোগ। তারা আরও জানান, এই অবস্থায় মহাজন থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে সবজি চাষ করেছেন। এই অবস্থায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সবজির সঠিক মূল্য না পেলে মহাজনের টাকা কী করে শোধ করবে, সেটাই ভেবে পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে প্রশাসন যদি একটু নজর দেয়, সেই দাবি রাখেন তারা।

আশার আলো দেখছেন বস্ত্র ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি : বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সহ জলপাইগুড়িতে জাঁকিয়ে বসেনি শীত। শীতের আমেজ দেখা যায়নি, তেমনি। পড়েছে হালকা শীতের কুয়াশা। তাই তেমনি ভাবে জলপাইগুড়িতে বিক্রি নেই শীতের পোশাকের। হাতমোজা, টুপি, ওমা ফ্লোরেস, বিক্রি নাই তেমনভাবে জানালেন জলপাইগুড়ি বাজারের এক , শীত বস্ত্র বিক্রেতা। যদিও এদিন জলপাইগুড়ি শহরে শীতের সকালের কুয়াশা দেখা গেল এই প্রথম। শহরের সমস্ত এলাকা ছিল হালকা কুয়াশা ঢাকা। যদিও এদিন সকালের পরিবেশ হালকা কুয়াশার চাদরে মোড়া ছিল জলপাইগুড়ি শহর। এদিন সকালে শহরের রাস্তায় সেরকম লোকজনের দেখা মেলেনি কুয়াশার জন্য। শীত, বস্ত্র ব্যবসায়ীরা জানান, আজকের কুয়াশা দেখে মনে হচ্ছে শীত আসন্ন। তাই তাদের মনে একটু , হলেও আশার আলো দেখছেন।

সচেতনতার শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা কমাতে বদ্ধপরিকর সরকার। তাইতো বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যে নিয়ম করে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ২০১৬ সালের ৮ জুলাই এই প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। এ বছর কোভিড সময়কাল কাটিয়ে স্বাভাবিক ভাবে সব কিছু শুরু হবার পরে গাড়ির সংখ্যা অত্যাধিক হারে বেড়ে যাওয়া এবং সচেতনতার অভাবে প্রায় দিন দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই গাড়িচালক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দুমাস ধরে রাজ্যের সব জেলার সব থানা এলাকায় পালন করা হচ্ছে এই ট্রাফিক সচেতনতা মূলক প্রচার। আর তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার বিকালে জয়নগর ১ নং বিডিও, জয়নগর থানা ও সাব ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে জয়নগর ১ নং ব্লকের সরবেড়িয়া টি এস সনাতন হাইস্কুলে

ট্রাফিক সচেতনতার উপর এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। এদিন এই আলোচনা সভায় অংশ নেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর ১ নং যুগ্ম বিডিও হাসমত আলি, মহকুমা ট্র্যাফিক ইনচার্জ অতীন্দ্র নাথ মুখার্জি,জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা, ডিএসপি ট্রাফিক সৌম্য শান্ত পাহাড়ি, ডিএসপি সজল মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল,সহ সভাপতি আনিস, নারায়ণীতলা পঞ্চায়েত প্রধান অশোক সাহা সহ আরো অনেকে। রাস্তায় দুর্ঘটনা কমাতে কী কী করা উচিত সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এ দিনের উক্ত আলোচনা সভায়। রাস্তা পারাপার করার সময় কী করা উচিত, মোবাইলে কথা বলার সময় গাড়ি চালানো বা মোবাইলে কথা বলার সময় রাস্তা পারাপার না হওয়া সহ একাধিক সচেতনতা মূলক বার্তা দেওয়া হয় এদিন। বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, সাধারণ মানুষ ও গাড়ি চালক কে আরও বেশি বেশি করে সচেতন হতে হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াসে আগের চেয়ে অনেক দুর্ঘটনা কমেছে। এদিন জয়নগর ১ নং ব্লকের টি এস সনাতন হাইস্কুল থেকে সচেতনতার বার্তা নিয়ে ৬০ জন মোটর সাইকেল আরোহী দক্ষিণ বারাশত, বহড়ু, জয়নগর মুলদিয়ার মোড়,বুড়োরঘাট হয়ে আবার টিএস সনাতন হাইস্কুলে তাদের শেষ করে।

চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বাঁশি শিল্পী চিত্তরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এক শিল্পী। আয়ের রাস্তা খুঁজতে এখন বাঁশি নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন বাঁশি শিল্পী চিত্তরঞ্জন শিকদার। তিনি ব্যতিক্রমী শিল্পী। মুখের বদলে নাক দিয়ে বাঁশি বাজান। আর নাক দিয়ে বাঁশিতে সুর তুলেই তিনি মানুষের মন জয় করেন। মানুষের মনোরঞ্জন করে তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছেন। আর সেই টাকাতেই অভাবের সংসার চালাচ্ছেন অতি কষ্টে। কলকাতার মুকুন্দপুর দাস পাড়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন চিত্তরঞ্জন। স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে সংসার। তবে লকডাউনের সময় থেকেই তাঁর সংসারের অবস্থা খারাপ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ছেলে একটি ছোট কাজ করে কোনও রকমে ঘর ভাড়া মেটায়। কিন্তু সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন বাবা। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই আয়ের জন্য এবার রাস্তায় নেমেছেন শিল্পী চিত্তরঞ্জন। বিভিন্ন রেল স্টেশনে ও ট্রেনের কামরায় বাঁশি বাজিয়ে

রোজগার করছেন। আর তাই দিয়েই তাদের সংসার চলছে। প্রচলিত গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে চিত্তরঞ্জনের ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার ইচ্ছা ছিল ছোট বেলা থেকেই। তাই মুখের বদলে নাক দিয়ে বাঁশি বাজাতে শুরু করে ছিলেন। আর এক সময় তাঁর শিল্প সাধনায় সফলতা আসে। নাক দিয়ে বিভিন্ন গানের সুর বাজাতে থাকেন। এমন কী বিভিন্ন রাগ রাগিণীও। চিত্তরঞ্জনের কথায়, ছোট বেলা থেকেই অভাবের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। অভাবের তাড়নায় ওদেশ থেকে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। এখানে এসে নানা রকমের কাজ করলে ও বাঁশির প্রতি টান ছিল বরাবর। তাই নাক দিয়ে বাঁশি বাজানো শুরু করে ছিলাম। পরে বিভিন্ন লোক সংগীত শিল্পী ও লোকগানের দলের সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছিলাম। কিন্তু তাও বন্ধ হয়ে গিয়ে এখন চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছি। চিত্তরঞ্জনের মতো এমন যোগ্য শিল্পী যোগ্য সম্মান পাক এটাই চায় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ও তাঁর পরিবার।

কালোবাজারি, ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলুর মরশুমে কৃষকেরা আলু চাষের সব রকম প্রস্তুতি নেওয়ার পর বেশিরভাগ আলু চাষি আলু চাষ করতে পাচ্ছে না। সারের কালোবাজারি ফলে গরিব ও ক্ষুদ্র আলু চাষিরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ। সারের সংকট করে চড়া দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আলুর মরশুমের প্রাক্কালে সারের সংকট এবং সারের কালোবাজারি বন্ধ করার বিষয়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়ে কৃষি ভবনের দ্বারস্থ হলেন জেলা কংগ্রেস। ন্যায্য মূল্যে সার ও বাজারে কালোবাজারি বিক্রি রুখতে বুধবার শহরের ক্লাবরোডের কৃষি ভবনে স্মারক লিপি দিল জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটি। তাদের দাবি এই মৌসমে জেলা জুড়ে বিশাল অংকের কৃষকরা আলু চাষ করে থাকেন। তারা নিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বাজারে এক শ্রেণির অসাধু ব্যাবসায়ী কালোবাজারি করে সারের দাম বেশী নিচ্ছেন। এতে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার সাধারণ কৃষকরা। তারা তাদের প্রয়োজন মত সার পাচ্ছেন না।

এবিষয়ে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত রায় বলেন অবিলম্বে কৃষকের স্বার্থকে সম্মান জানিয়ে বাজারে ন্যায্য মূল্যের সার সরবরাহ করতে, সদর ব্লক সহ জেলার বাজারগুলিতে সারের কালোবাজারি রুখতে নজরদারি বাড়াতে হবে, দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই বিষয়ে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত বলেন, এই মৌসুমে জেলার সবচেয়ে বড়ো অর্থকরী ফসল হচ্ছে আলু। বাজারে সার নিয়ে কালো বাজারি করে কৃষকদের বঞ্চনা করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে, আমরা কৃষি ভবনে স্মারক লিপি দিলাম। কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় সারের ব্যাবস্থা করতে হবে। এবিষয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (প্রশাসনিক) অসীম চক্রবর্তী বলেন, জেলা কংগ্রেস সারের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে স্মারক লিপি দিলেন। সার নিয়ে বাজারে কালোবাজারি হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন। আমরা সে বিষয়ে বাজারগুলিতে নজরদারি করব। সার নিয়ে এমনি কোনও সমস্যা নেই এখন। বিষয়টি দেখছি। আমরা নিয়মিত চেকিং করছি কোথায় কোথায় সারের কালোবাজারি হচ্ছে। আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

অসুস্থ মহিলাকে প্রাণে বাঁচালেন মানবিক অটো চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ মিনিট অচৈতন্য হয়ে এক মহিলা পড়ে ছিলেন রাস্তার ফুটপাথে। সাধারণ পথচারীরা উঁকি মেরে যে যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছিলেন। বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। এমত অবস্থায় অটো চালক'রা অচৈতন্য মহিলা কে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় পেয়ে সুস্থ হওয়ার পথে ওই মহিলা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রেদোখালি গ্রামের বাসিন্দা প্রতিমা সরদার। তাঁর বাপের বাড়ি ক্যানিংয়ের গোপালপুর পঞ্চায়েতের বদুকুলা গ্রামে। বছর সতেরো আগে বিয়ে হয়েছিল। তায় দুটি পুত্র সন্তান রয়েছে। গত প্রায় পাঁচ বছর আগে ওই মহিলার স্বামী সুদর্শন সরদারের মৃত্যু হয়। পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী মৃত্যুতে সংসারের হাল ধরেন প্রতিমা সরদার। তিনি কলকাতার ঢাকুরিয়াতে পরিচারিকার কাজ করেন। প্রতিদিনই প্রায় ১৫ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে ক্যানিংয়ে আসতেন। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ঢাকুরিয়ায় কাজের বাড়িতে যেতেন। অন্যান্য দিনের মতো বুধবার সকালে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ ক্যানিংয়ে ফিরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। পথেই ক্যানিং-বারুইপুর অটো ষ্ট্যান্ডে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার ফুটপাথে পড়ে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে যায়। স্থানীয় পথচারীরা উঁকি দিয়ে যে যার গন্তব্যে রওনা দেয়। দীর্ঘ প্রায়

ত্রিশ মিনিট এমন অসহায় ভাবে পড়ে থাকেন প্রতিমা। কেউই সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। অগত্যা লোকের ভিড় দেখে এগিয়ে আসেন অটোচালক দুলাল চন্দ্র সাউ সহ অন্যান্য অটোচালকরা। তাঁরাই প্রতিমা কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জ্ঞান ফিরে ফিরতেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে প্রতিমা সরদার জানিয়েছেন কলকাতা থেকে কাজ সেরে ক্যানিংয়ে ফিরেছিলাম। ক্যানিং থেকে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার উদ্দেশে রওনা দিই। বুকে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছিল। ক্যানিং অটো ষ্ট্যান্ডে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতেই জানতে পারি ক্যানিংয়ের অটোচালক দাদারা আমাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। দাদারা পাশে না দাঁড়ালে আমি হয়তো মারা যেতাম। অনাথ হয়ে পড়তো আমার দুই নাবালক সন্তান। অটোচালক দাদাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি সুস্থ হয়ে গেলে দাদাদের খোঁজ নেবো। আমার পাশে এভাবে দাঁড়ানোর জন্য তাঁদের কে ডেকে ভাইফোঁটা দেবো।' অন্যদিকে সহৃদয় মানবিক অটোচালক দুলাল চন্দ্র সাউ জানিয়েছেন কেউ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো উচিত বলে মনে করি। তেমন ভাবে ওই দিদির পাশে দাঁড়িয়েছি। তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন শুনে ভালো লাগছে।'

বিপর্যস্ত দুয়ারে রেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলাবাগানে রাখা আছে তাজা বোমা। এমন খবর এলাকায় চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার অন্তর্গত ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের লেবুখালি গ্রামে। বুধবার দুপুরে এমন চাঞ্চল্যকর খবর পৌঁছায় বাসন্তী থানার পুলিশের কাছে। ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি আসে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। সেখানে প্রায় ১০ তাজা বোমা রয়েছে বলে পুলিশের ধারনা। ঘটনাস্থলটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াড কে। বোম স্কোয়াডের লোকজন আসলে বোমাগুলো উদ্ধার করে নিষ্ক্রীয় করা হবে বলে পুলিশ সুত্রের খবর।

অন্যদিকে, পরিত্যক্ত কলা বাগানের মধ্যে কে বা কারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই বোমা গুলো রেখেছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

তাজা বোমা উদ্ধার এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলাবাগানে রাখা আছে তাজা বোমা। এমন খবর এলাকায় চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার অন্তর্গত ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের লেবুখালি গ্রামে। বুধবার দুপুরে এমন চাঞ্চল্যকর খবর পৌঁছায় বাসন্তী থানার পুলিশের কাছে। ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি আসে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। সেখানে প্রায় ১০ তাজা বোমা রয়েছে বলে পুলিশের ধারনা। ঘটনাস্থলটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াড কে। বোম স্কোয়াডের লোকজন আসলে বোমাগুলো উদ্ধার করে নিষ্ক্রীয় করা হবে বলে পুলিশ সুত্রের খবর।

অন্যদিকে পরিত্যক্ত কলা বাগানের মধ্যে কে বা কারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই বোমা গুলো রেখেছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু

বাইক চুরির কিনারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগর থানা এলাকা থেকে বাইক চুরি হওয়ার প্রায় বারো ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার হল মূল অভিযুক্ত। এ ঘটনায় অশোকনগর থানার সাফল্যের কথা উল্লেখ করছেন স্থানীয় মানুষ। অশোকনগর থানার ওসি সিদ্ধার্থশঙ্কর মণ্ডল জানান, অভিযোগকারী রাজকমল দত্তর বাড়ি গুমায়। শনিবার সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ বিড়া রাজীবপুর বাজার থেকে তার মোটর সাইকেলটি চুরি হয়। এদিনই তিনি এই মর্মে অশোকনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ নথিভুক্ত করেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে আমডাঙা থানা এলাকার গাছিয়া থেকে বাইকটি উদ্ধার করে। এবং এই ঘটনায় শরিফুল ইসলাম (২৮) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর তাকে বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হাজতের নির্দেশ দেন।

পর্যাপ্ত বাস চালানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা মহামারির শুরু থেকেই ফটিকগাছি রাজাবাজার সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ ছিলো। সম্পতি এই বাস পরিষেবা চালু হলেও মিলছে না পর্যাপ্ত বাস। এমনি অভিযোগ নিত্য যাত্রী থেকে এলাকাবাসী সকলের। সকালে একটি বাস একবার আর বৈকালে একটি বাস একবার যাতায়াত করে ফটিকগাছি থেকে রাজাবাজারের মধ্যে। সময় মতো বাস না পাওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে বেশি ভাড়া দিয়ে ধুলাগড় গিয়ে তবেই সকলকে কলকাতা গামী বাস পরিষেবা গ্রহণ করতে হয়। এমত অবস্থায় সকলের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি বাসের পরিসংখ্যান বাড়ানো হয় তবে সকলে উপকৃত হয়। এখন দেখার নতুন বছরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসের পরিসংখ্যান বাড়ানোর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিত্য যাত্রীদের নিত্য হয়রানি থেকে মুক্তির উপায় নতুন বছরের উপহার হিসাবে পায় কি না।

শ্লীলতাহানি ও যৌন নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোচিং সেন্টারে পড়ানোর নাম করে ডেকে নিয়ে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি ও যৌন নির্যাতন করার চেষ্টার অভিযোগে এবার গ্রেপ্তার হলো এক শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানার ঘাসিয়াড়া মোড়ে। অভিযুক্ত শিক্ষক হেমন্ত মণ্ডল। নির্যাতিতা ছাত্রীর মা সোনারপুর থানায় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি পুলিশকে জানান, মেয়ে হেমন্ত মণ্ডলের কোচিং সেন্টারে কিছু দিন ধরেই পড়তে যায়। শনিবার রাতে ওই শিক্ষক প্রশ্নপত্র দেখানোর নাম করে ছাত্রীকে ডাকেন। মেয়ে রাত ৮টা নাগাদ ওই শিক্ষকের কাছে যায়। শিক্ষক ছাত্রীকে ঘরে বসতে বলেন। প্রশ্নপত্র তুলে দেন ছাত্রীর হাতে। প্রশ্নগুলো ভালো করে দেখে নিতে বলেন। আর সেই সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে। যৌন নির্যাতন করার চেষ্টা করে। আমার মেয়ে চেঁচামেচি করে। ঘরের বাইরে এসে দাদাকে ফোন করে সব বলে। ওর দাদা গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। সোমবার সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবারই বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

হাসপাতালে দালাল রাজ অব্যাহত

ক্যানিং

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে দালালরাজ অব্যাহত এমনই অভিযোগ রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনদের।শুক্রবার দুপুরে তেমনই এক দালালের খপ্পরে পড়লেন বেশ কয়েকজন রোগী।এদিন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আউটডোরে চক্ষু বিভাগে চিকিৎসার জন্য প্রচুর রোগীরা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন।অভিযোগ সেই সময় চক্ষু বিভাগের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন জনৈক অনিল সরদার নামে এক যুবক।লাইনে দাঁড়িয়ে তিনি চক্ষু বিভাগের রোগীদের চোখে টর্চ মেরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন বলে রোগীদের দাবি।এমনকি রোগীদের হাত থেকেচিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে দেখভাল করে ইচ্ছা মতো নির্দেশ জারি করছিলেন।চক্ষু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার আগেই ওই যুবক চশমা নেওয়ার নির্দেশ দেয় বেশকিছু রোগীকে। এমনকি তিনি সেই চশমা তৈরি করে দেবেন বলে জানায় রোগীরা। শুক্রবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন বাসন্তীর মোকামবেড়িয়ার শঙ্কর আইচ,ক্যানিংয়ের ছোট দুমকী গ্রামের শান্তনু ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

শঙ্করের অভিযোগ ১০/১২ দিন আগে ওই যুবক চক্ষু ডাক্তারের কাছে বসে চশমা করে দেওয়ার নাম করে ২০০ টাকা নিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম উনি ডাক্তার। এখন বুঝতে পারছি উনি দালাল।আজও চশমা পেলাম না'।

অন্যদিকে অপর আর এক রোগী শান্তনু ঘোষ জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আউটডোরের চক্ষু বিভাগে এসেছিলেন চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য এসেছিলেন ক্যানিংয়ের দুমকীর শান্তনু ঘোষ। তার দাবি অনিল সরদার নামে ওই ব্যক্তি চক্ষু বিভাগের চিকিৎসকের সামনে ইচ্ছামতো নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমাকেও চিকিৎসক দেখার আগেই উনি ধমক দিয়ে বলেন চশমা নিতে হবে এবং আমিই চশমা করে দেবো।তখনই ওই যুবকের কাছে জানতে চাই আপনি কি চিকিৎসক?ওই যুবক বলে আমি ট্রেনিং দিয়ে এখানে এসেছি। সেই সময় আউটডোরে কর্তব্যরত চক্ষু চিকিৎসকও বলেন ওনাকে ট্রেনিং দিয়ে রাখা হয়েছে।চিকিৎসক আমার চক্ষু পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেই প্রেস্ক্রিপশন লিখে দেয়।তিনি আরো বলেন হাসপাতালে চলছে দালালরাজ। আমি এবং আমার মতো রোগীরা যাতে করে দালালদের হাতে না পড়তে হয় এবং মহকুমা হাসপাতালে দালালরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেই বিষয়ে মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছি।'

ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অপূর্বলাল সরকার জানিয়েছেন যদি এমন ঘটনা ঘটে তা কোনও মতে বরদাস্ত করা হবে না। লিখিত অভিযোগ পেলেই খতিয়ে দেখে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে দালাল রাজ চলছিল। সেটা বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।যার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং সিভিল ডিফেন্সের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। শুনছি আবারও দালালরাজ সক্রিয় হয়েছে।যদি প্রমাণ পাওয়া যায় দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'।

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা কাণ্ডে ধৃত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নববারাকপুর : সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে বহু মানুষের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাত করার অভিযোগে নববারাকপুর চাঁদপুর লেনিনগড় জি ব্লক থেকে ৩৬ বছরের যুবককে রবিবার রাতে গ্রেফতার করল নববারাকপুর থানার পুলিশ। নববারাকপুর থানার ওসি বিজয় কুমার ঘোষের নেতৃত্বে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে থানার পুলিশ যুবককে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে পাঁচটা মোবাইল ফোন, অবৈধ জাল নথি আটক করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে বিভিন্ন মানুষকে সরকারি স্কুলে চাকরি পাইয়ে দেবার নাম করে কারোর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ বা দশ লক্ষ টাকা আত্মসাত করে যুবক। সেই সব প্রতারিত মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতারক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। যুবকের নাম সমীরণ মাইতি(৩৬)। বাবা হরিপদ মাইতি। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভবানীপুরের চৈতন্যপুর গ্রামে। তমলুক মহকুমার। চাঁদপুর লেনিনগড় জি ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়াটিয়া হয়ে বসবাস করছিলেন যুবক। ইতিমধ্যেই নববারাকপুর থানার পুলিশ হেফাজতে রয়েছে যুবকটি তদন্তের স্বার্থে। চাকরি দেবার নামে প্রতারণা, জাল নথি সহ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২০,৪০৬,৪৬৮,৪৭১ এবং ৪৭২ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। যুবকের মেডিক্যাল করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে চারদিন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। যুবক অবিবাহিত। বাড়ি তে বাবা মা রয়েছে। পুলিশ জেরার মুখে প্রতারক যুবক কখনও নিজেকে স্কুলের শিক্ষক আবার কখনো কোনো কলেজের গ্রুপ ডি স্টাফ বলে জানান। শুক্রবার ব্যারাকপুর জেল হাজতে স্থানান্তর করা হবে। নববারাকপুর শহরকে অপরাধ মুক্ত অঞ্চল করতে শহর জুড়ে চলছে নাকা চেকিং, রাস্তার অলি গলিতে পুলিশ নজরদারি তদারকি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। রাত দশ টার পর ভোর তিনটে অবধি থানার ওসি বিজয় কুমার ঘোষ ছদ্মবেশে দুই কনস্টেবলকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে শহরের বিভিন্ন এলাকায় অলি গলিতে তদারকি করছেন। থানার ওসি বিজয় কুমার ঘোষ জানান, শহরে চুরি ছিনতাই নাবালিকা উদ্ধারের কেসে বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছে থানার পুলিশ। সাজিরহাট মাজ বাজার ৮ ডিসেম্বর রাত ২-৪৫ মিনিটে ২১৪ বাস গুমটির সামনে থেকে ৮৪ কেজি ৮০০ গ্রাম ভেটকি মাছ চুরির কিনারা করতে তিনজন চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে যোগেন্দ্রনগর বালক সংঘের সামনে থেকে। পাশাপাশি নববারাকপুর পুরাতন বাজার মাছ ব্যবসায়ী বাসু দাসের চুরির মাছ হদিশ করেছে নববারাকপুর থানার পুলিশ। যুগবেড়িয়ার ১৬ বছরের নাবালিকা সুমনা সর্দার কে মুম্বই বান্দ্রা মাহিম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে পুলিশ। ট্রানজিট রিমান্ডে। শহর জুড়ে ১৬৫ টি সিসি ফুটেজ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৬ জনকে চুরি ছিনতাই ডাকাতির কেসে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্কুলে ফেরাতে পোস্টারিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ফেরাতে পোস্টার মারলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলে ফেরাতে অনেক স্কুলেই নেওয়া হচ্ছে একাধিক উদ্যোগ। ব্যাতিক্রম নয় বারুইপুরের বেগমপুর জ্ঞানদাপ্রসাদ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে বোঝানো হয়েছিল।গ্রামে টোটোয় মাইকিং করে প্রচারও করা হয়েছিল। তাতেও সেভাবে ছাত্র ছাত্রীরা হাজির হয়নি স্কুলে। তাই শনিবার দিন দুপুরেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেরিয়ে পড়লেন নিজেরাই পোস্টার মারতে। উদ্দেশ্য, সামনে পরীক্ষা আসছে ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষায় বসার আহ্বান জানাতে।প্রধান শিক্ষক শক্তিপদ মাইতির নির্দেশে বেশ কয়েকটি বাইক নিয়ে শিক্ষক- শিক্ষিকারা গেলেন কাটাখাল বাজারে। বাইক দাঁড় করিয়ে রাস্তায় আসা অভিভাবকদের সঙ্গে কথাও বললেন তাঁরা।দোকানের দেওয়ালে পোস্টারও মারলেন। পোষ্টার মারা হল স্কুলের গেটেও।তাতে স্কুলের প্যাডে বড় করে লেখা স্কুলে পঠন পাঠন নিয়মিত চলছে, ছাত্র ছাত্রীরা যেন পরীক্ষা দিতে আসে স্কুলে। কাটাখালের বাসিন্দা তাপস ঘোষ বলেন, ২ বছর ধরে স্কুল বন্ধ থাকায় ছেলে কলকাতায় দিন মজুরের কাজ করছে। কিন্তু ওকে আবার স্কুলে পাঠাব। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই পোস্টার মারা দেখে অনেকেই সাধুবাদ জানালেন তাঁদের এই প্রয়াসকে।এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক শক্তিপদ মাইতি বলেন, সোমবারই টেস্ট পরীক্ষা। কিন্তু দশম, দ্বাদশ, শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা খুবই কম। তাই অভিভাবকদের ডেকেছিলাম। অনেকে এসেছেন, আবার অনেকে আসেন নি। টোটোয় করে প্রচারও হয়েছে। দেখা গিয়েছে, তাঁদের অনেকে মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, আবার অনেকে ভিন্ন পেশায় চলে গিয়েছে। তবে আমরা এবার আশাবাদী। এই পোস্টার মারা দেখেই পরীক্ষা দিতে স্কুলে আসবে ছাত্র ছাত্রীরা।এখন দেখা যাক শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলে ফেরাতে কতখানি সফল হন।

চলছে অপরাধ দমন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশের তৎপরতায় একের পর এক অপরাধ দমনের কাজ চলছে। বারুইপুর পুলিশের জীবনতলা থানা এলাকা থেকে অস্ত্র কারখানার হদিশের ২৪ ঘন্টার মধ্যে এবার অস্ত্র সহ ডাকাতির আগেই ধরা পড়লো দুই দুষ্কৃতী জয়নগর থানা এলাকা থেকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া বাজার থেকে দুই দুষ্কৃতীকে অস্ত্র সহ গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম গৌরাঙ্গ হাজারি (৪০),বাড়ি ক্যানিং থানার সাতমুখী ছোট দুমকি এলাকায় এবং সাইফুদ্দিন মোল্লা (৩৪)বাড়ি ক্যানিং থানার বেলেখালি বানিবাদা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১ টি ওয়ান শাটার দেশি বন্দুক, ১ রাউন্ড কার্তুজ, ১ টি শাবল,১ টি লোহা কাটা যন্ত্র, ভোজালি সহ ছোট খাটো সরঞ্জাম। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, শনিবার রাতে ক্যানিং এর সাতমুখী থেকে ৮-১০ জনের একটি দল জয়নগরের গোয়ালবেড়িয়া বাজারের একটি সোনার দোকানে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল।পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে এই খবর আসা মাত্র জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে ওই দলটিকে ধরে ফেলে। কিন্তু পুলিশ আসার অনুমান করে পালাতে গিয়ে দুজন ধরা পরে গেলেও বাকিরা পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজে জেলা জুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। কিছুদিন আগে বারুইপুরে একটি এটিএম লুটের ঘটনায় যুক্ত থাকা সহ আরো একাধিক কেসের সাথে ধৃতরা জড়িত বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে বলে জানা গেল । ধৃতদের বিরুদ্ধে ডাকাতি,অস্ত্র আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

১৬ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশি নালার সমস্যা

চন্দননগর পুরসংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : চন্দননগর পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে কাঙ্গালীচরণ সেন গলিপথ রাস্তাটির নিকাশি নালা ব্যাবস্থা না থাকার দরুণ একটু বৃষ্টিতে রাস্তায় হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। যা রাস্তায় যাতায়াত করা প্রচণ্ড কষ্টকর হয়। চারিদিকে গুচ্ছ গুচ্ছ প্লাস্টিক নোংরা জলে ভর্তি হয়ে যায়। ওই অঞ্চলের বাসিন্দা অভিজিৎ দাস বলেন, দীর্ঘ বাম জমানায় থাকাকালীন প্রাক্তন কাউন্সিলর স্বপন সাহাকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছিল কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। এরপর পুরনিগমে চলতি তৃণমূল অধীনে থাকা অবস্থায় ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর শুভজিৎ সাউকে পুরো বিষয়টি উল্লেখ করে দেখভালের জন্য চিঠি দেওয়া হয়। এছাড়া চন্দননগর পুরনিগমের লিচুতলায় ৩ নম্বর বোরো অফিসে এলাকার বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে তা লিখিতভাবে জমা করা হয়। প্রসঙ্গত, এই এলাকায় জমা জল কিছুতেই নামানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রাচীন এই শহরে নিকাশি নালা (ড্রেন) ব্যবস্থা না থাকায় জলে ডুবে থাকে। কয়েকটি বাড়ি তাই বাসিন্দারা প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে জেরবার হচ্ছেন সামনেই আসন্ন পুরনির্বাচন। এখন সমস্যার স্থায়ী সমাধান কবে হয় দেখার।

দিন রাত নদীতে পাহারা বন কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারাদিন রাত ধরে নদীতে থেকে পাহারা দিচ্ছে বন কর্মীরা। সুন্দরবনের রাজা ফের লোকালয়ে যাতে হানা না দেয়, নদীতে বোটে করে টিন বাজিয়ে চলছে বনদপ্তরের কড়া নজরদারি। সুন্দরবনের জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ধান ক্ষেতে হানা দিয়েছিল দক্ষিণ রায়। তাকে পাকড়াও করতে আরও কড়া নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনদপ্তরের কর্তারা। জেলা বনবিভাগীয় আধিকারিক মিলন মণ্ডল ও সহকারী আধিকারিক অনুরাগ চৌধুরীর নির্দেশে নলগড়া ও কুলতলি বিটের একটি টিম গঠন করা হয়।জানা গিয়েছে,শীতের এই সময়েই বাঘ জঙ্গল থেকে

নাজেহাল হতে হয়েছিল বনদপ্তরের কর্মীদের। শেষে খাঁচায় টোপ দেওয়া নধরকান্তি ছাগ শিশুকে পেটে ভরে খাঁচাবন্দি করা হয় সুন্দরবনের রাজাকে। বার বার নদী সাঁতরে বাঘ লোকালয়ে আসতে না পারে তার জন্য এবার অভিনব কৌশল বার করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন দপ্তর। জঙ্গলের ঠিক কাছেই রাতে বোটের মধ্যে বসে লাঠি দিয়ে টিন বাজাচ্ছে বন দপ্তরের কর্মীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন দপ্তরের কর্তারা বলেন, বাঘ নদীতে টিনের শব্দ পেয়ে জঙ্গলে আরও লুকানোর চেষ্টা করবে নতুবা আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়াবে। নদী সাঁতরানোর চেষ্টা করবে না। তাই কৃত্রিম শব্দ বা ভাইব্রেশন করার চিন্তাভাবনা। যাতে বাঘ নিজের এলাকা ছেড়ে বাইরে না বেরোয়। তাছাড়া নদীর পাড়ের গ্রামবাসীরা কোনও ভাবেই আতঙ্কিত না থাকেন তাঁদের কাছে চলে যাচ্ছেন বনদপ্তরের কর্মীরা। গিয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করছেন তাঁরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নলগড়া ও কুলতলি বিটের বনদপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। গত ৮ ডিসেম্বর মৈপীঠ উপকূল থানার গুড়গুড়িয়া-ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েতের চারশো বিঘা ও নক্ষর ঘেরি এলাকায় ধানক্ষেতে এসে পড়েছিল বাঘ। তারপরে রাতে তাকে খাঁচাবন্দি করে বনদপ্তরের কর্মীরা। এর পরেই বেরোনোর একটা প্রবণতা থেকেই যায়।মূলত মৈপীঠের নক্ষরের ঘাট থেকে কিশোরীমোহনপুর পর্যন্ত ৪১ কিলোমিটার এলাকায় চলছে নজরদারি। আজমলমারি ১, ২, ১১ ও ১২ নম্বর জঙ্গল সংলগ্ন এলাকা পড়ছে এর আওতায়। বনদপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, প্রতিদিন এই কাজ করা হচ্ছে। ৬টি বোটে থাকছেন কয়েকজন অফিসার ও কর্মীরা। এই কাজে অরণ্যপ্রহরী বোটের টিম কেও কাজে লাগানো হচ্ছে। সঙ্গে রাখা হচ্ছে সার্চ লাইট। বোটে টিন রেডি রাখা হয়। ঠিক জঙ্গলের কাছেই গিয়ে ওই টিন লাঠি দিয়ে বাজাচ্ছেন কর্মীরা।প্রতিদিন বিট অফিসগুলি থেকে দুপুরে দু'টি টিম বোট নিয়ে বেরোয়। তারপর একটা জায়গায় হল্ট করা হয়। সন্ধ্যা নামলেই জঙ্গলের একেবারে কাছে নিয়ে যাওয়া হয় বোটকে। তারপর জোরালো আওয়াজে টিন বাজানো হয়। শীতের রাতে বিপদের ঝুঁকি নিয়েই এই কাজ করে চলেছেন বনদপ্তরের কর্মীরা। বন দফতরের এক আধিকারিক বলেন, গ্রাম সংলগ্ন জেটিঘাটে বোট নিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাও বলা হয়। অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য তাঁদের বলা হয়। কোনও খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গেই বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।আর এই ভাবে চলছে টহলদারি সুন্দরবনে।

মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবায় অসাধারণ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল' বৃহত্তম বলে পরিচিত।প্রতিদিনই এলাকার রোগী সহ কুলতলি,বারুইপুর,ভ াঙ।,গোসাবা,বাসন্তী,জীবনতলা সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার রোগীরা আসেন চিকিসা পরিষেবার জন্য। এমন কি সাপের কাম।ে ভিনজেলা থেকেও রোগীরা এই মহকুমা হাসপাতালে আসেন ভালো চিকিসা পরিষেবার জন্য।

রোগী সহ রোগীর পরিবার পরিজনদের দীর্ঘ দিনের অভিযোগ হাসপাতালে রোগীরা ঠিক মতো পরিষেবা পায় না। অনেক সময় সঠিক পরিষেবা না পেয়ে অসহায় হয়ে প।ে বৃদ্ধ,বৃদ্ধা সহ অন্যান্য রোগীরা।

এমন অভিযোগ হাসপাতাল সুপার অপূর্বলাল সরকার এবং ক্যানিং মহকুমা শাসকের কানে পৌঁছায়।বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

হাসপাতাল চিকিসা করাতে আসা রোগীদের কে যাতে করে উন্নত মানের চিকিসা পরিষেবা প্রদান করা যায় তার জন্য অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যাতে করে

কোন রোগী সমস্যায় না প।েন এবং সাহায্য পায় তার জন্য মোতায়েন করা হল বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের ৮ জন কর্মীকে।প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত দুদফায় তাঁরাই হাসপাতালের বর্হিবিভাগ সহ জরুরি বিভাগের পরিষেবা এবং চিকিৎসা করাতে আসে রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনদের দেখভাল করবেন।

এ প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অপূর্বলাল সরকার জানিয়েছেন, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবার পরিজনরা যাতে করে সমস্যায় না পড়েন তারজন্য ক্যানিং মহকুমা শাসক আজহার জিয়া'র নির্দেশে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের ৮ জন কর্মী নিয়োজিত হয়েছেন। ফলে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজন সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন এবং আরো বেশি করে ভালো পরিষেবা পাবেন।'

রোগীর এক আত্মীয় মদন দাস জানিয়েছে, আগে ক্যানিং হাসপাতালে আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা পড়লে কোনও সাহায্য পাওয়া যেত না। বর্তমানে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের লোকজন থাকায় পরিষেবা পেতে কোনও হয়রানি হতে হয় না।এমনটাই চলতে থাকলে আগামী দিনে আরো বেশি করে ভালো পরিষেবা পাওয়া যাবে।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর – ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১

রাজনৈতিক হিংসা আর নয়

শাসক সম্প্রদায় সর্বদাই বিরোধী মুক্ত দেশ বা রাজ্য কামনা করে থাকে। অতীতের ঐতিহ্য আজও বহমান। বিভাজিত দেশ, নতুন সৃষ্টি হওয়া দেশ সবক্ষেত্রেই কমবেশি ''জয় করে তোর ভয় কেন তবু যায় না'' ধাঁচের ভাবনা। কংগ্রেসমুক্ত ভারত কিংবা এ রাজ্যের প্রায় বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত প্রবণতা সেই সব শাসকের কণ্ঠস্বর এক হয় এমন চিন্তাকেই জোরালো করে।

কলকাতা পুরভোট এর বাস্তবতা নিয়ে কয়েকবছর নানা অভিযোগ, প্রতি–অভিযোগ উঠেছে। এমনকী কেন্দ্রীয়বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। রাজনীতিকরা দল করেন, ভোট করেন এবং সরকার এর নীতি নির্ধারণ করে থাকেন। সেখানে প্রশ্নহীন আনুগত্যই শেষ কথা। কথার নড়চড় হলেই বহিষ্কার কিংবা দলবদলের ঘটনা এ বাংলায় এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই খন্ডিত পশ্চিমবাংলায় মানুষ কংগ্রেস, বাম ও বর্তমান তৃণমূল জমানা দেখছে। চিত্রটা খুব একটা বদলায়নি। গণমাধ্যমের প্রসার বেশি হওয়ার কারণে বাম আমলের নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর এর পাশাপাশি সাম্প্রতিককালের বিধানসভা নির্বাচনে বল্গাহীন রাজনৈতিক হিংসা মানুষ দেখেছে। যদিও সব দেখা, সব বিশ্লেষণ যে পক্ষপাতমুক্ত এমনটা নয়।

রাজনৈতিক হিংসা মুক্ত পরিবর্তনের বাংলা ক্রমশ সোনার পাথর বাটি হয়ে উঠেছে। যে কোনও নির্বাচন এলেই ভোট গ্রহণকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের এবং তাদের স্বজন–পরিজনদের চিন্তা উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে।

বিগত পুর নির্বাচনে কলকাতার নানা বুথে নানা হিংসা কোথাও নথিভুক্ত হয়েছে, কোথাওবা শুধুই স্মৃতি। লোকসভা ও বিধানসভায় কেন্দ্রীয়বাহিনী থাকার তুলনায় হিংসা কম হলেও পঞ্চায়েত কিংবা পুর নির্বাচনগুলিতে ফলাফল প্রকাশিত হলে জয়ী দলের উদ্ধত অন্যায় পরাজিতদের কোথাও কোথাও ঘরছাড়া কিংবা শাসকদলে যোগ দিতে বাধ্য করে। যদিও এবারে ত্রিপুরার আগরতলার পুরনির্বাচনে ভোটের পর এমনটি ঘটেনি। পশ্চিমবাংলায় ভোটের আগেও ফলাফল প্রকাশের পর হিংসা ছড়িয়ে যায়। এবারে রাজ্যের শাসকদল বিধানসভায় সন্তোষজনক ফলাফল করেছে। নির্বাচনকে হিংসামুক্ত রাখতে নানা উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার হয়েছে। ফলাফল যাইহোক পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ রাজনীতির নামে হানাহানি আর দেখতে চায় না। ইতিমধ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ের হিংসা নিয়ে সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে। অপরাধ যারাই করুক তারা কখনও কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পদ হতে পারে না। কলকাতা পুরসভা ব্রিটিশ আমল থেকেই বহু ঐতিহ্য ও সংগ্রামের শরীক। দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের মত বরেণ্য মানুষ মহানাগরিক হয়েছেন। পুরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও ভোটপরবর্তী হিংসা যাতে না ছড়ায় সে ব্যাপারে সরকার, দল ও গণমাধ্যমকে সতর্ক থাকতে হবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগতে আমি পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।'' (ভঃ গীঃ ১০/৪২) এভাবেই তাঁর অংশ–প্রকাশ এই সর্বব্যাপী পরমাত্মা সম্পূর্ণ জড় মহাজাগতিক সৃষ্টিকে পালন করেন। সেই সঙ্গে চিন্ময় জগতে সমস্ত প্রকাশও তিনি প্রতিপালন করেন; অতএব শ্রীঈশোপনিষদের এই মন্ত্রে ভগবানকে পূষন, অর্থাৎ পরম পালকরূপে সম্বোধন করা হয়েছে।

পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন থাকেন (আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ)। পাঁচ হাজার বৎসর আগে তিনি যখন ভারতের শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন, তখন বাল্যলীলার প্রারম্ভ থেকেই তিনি সব সময় অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন থাকতেন। অঘ, বক, পূতনা ও প্রলম্বাদি অসুর বধ ছিল তাঁর আনন্দময় প্রমোদ ভ্রমণ। বৃন্দাবনের গ্রামে মাতা, ভ্রাতা ও সখাদের সঙ্গে তিনি নিজে আনন্দ উপভোগ করতেন এবং যখন তিনি দুষ্ট মাখন–চোরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তখন ভাঁড় চুরি করার জন্য তাঁর সমস্ত পার্ষদেরা দিব্য আনন্দ উপভোগ করতেন। মাখন–চোররূপে ভগবানের খ্যাতি নিন্দনীয় ন, কেন না মাখন চুরির দ্বারা তার শুদ্ধ ভক্তদের ভগবান আনন্দ দান করতেন। শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের দ্বারা যা কিছুর অনুষ্ঠান হত তা ছিল তাঁর

ফেসবুক বার্তা

"শেষনাগ"

ভারতের সব থেকে বড় ট্রেনের নাম হলো "sheshnaag" এই ট্রেনটি ২.৮ km লম্বা

মানবিক ত্রুটির দুর্ঘটনায় আমরা কেউ নিরাপদ নই

নির্মল গোস্বামী

সম্প্রতি কুরনুলে চপার দুর্ঘটনা এবং সস্ত্রীক চিপ অফ ডিফেন্স স্টাফ সহ ১৩ জন ভারত মাতার বীর সন্তানদের মৃত্যুর খবরে দেশবাসী যারপরনাই শোকস্তব্ধ। হয়তো আরো সচেতন হলে দুর্ঘটনা এড়ানো যেতো। কী কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল, তাই, তাই করা হয়েছিল কিনা, সেই নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে বিস্তর অলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে এইরূপ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বিভিন্ন সতর্কীকরণ উপদেশ প্রাক্তন সমর বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিতভাবে আলোচনাও করেছেন। হয়তো ভারতীয় সেনাবাহিনী ভবিষ্যতে এইরূপ দুর্ঘটনা এড়াতে সক্ষম হবে।

আমরা জানি দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। তার উপর সব সময় নিয়ন্ত্রণ থাকে না। দুর্ঘটনার কারণ দ্বিবিধ। এক মানবিক ত্রুটি, দুই যান্ত্রিক ত্রুটি। নিত্যনতুন আবিষ্কারের ফলে প্রযুক্তি উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। তাতে করে যান্ত্রিক ত্রুটি ক্রমাগত পরিসংখ্যানগতভাবে কমে আসছে। ভবিষ্যতে হয়নি শূন্যতে নামবে। কিন্তু যন্ত্রীকে ত্রুটিমুক্ত করার প্রচেষ্টা অতীব দুরূহ। আজকাল উন্নত বিজ্ঞান মানুষের ব্রেন ম্যাপিং করে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের কিন্তু হদিশ দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যন্ত্রকে যেমন ত্রুটিমুক্ত করার সুযোগ থাকে, যন্ত্রীর ত্রুটিমুক্ত করার সুযোগ সব সময় হয় না।

মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র কতটা খারাপ তা জানিয়ে দেয় মেশিন। শরীরের যন্ত্র সারাবার জন্য ওষুধও মজুত হাতের কাছে। শুধু চাই ট্যাকের জোর। গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। সিএফ করতে হয়। ফিটনেস সার্টিফিকেট নিতে হয়। আজকাল দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে। এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। অকালে যাতে কারো অমূল্য প্রাণ না যায় তারই ব্যবস্থা করা। কিন্তু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য সরকারের অন্য আয়োজন। সুস্থ সন্তানের জন্মের জন্য মায়ের পুষ্টি বর্ধনের সরকারী ব্যবস্থা আছে। মহামারী মড়কের বিরুদ্ধে সরকারী লড়াইয়ে আমরাও অংশীদার হই। সামাজিক কাম্য হল অকালে যাতে মানুষ না মরে। আবার একথা ধ্রুব সত্য যে মানুষের মরণ হবেই। সেই মরণকে রোধ করার ক্ষমতা কারোরই নেই। কিন্তু মরণটা কীভাবে হচ্ছে তার উপর মানুষের শোকের গভীরতা নির্ভর করে।

মানুষে মানুষে লড়াইয়ের জন্য মৃত্যু আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। দেশ দখল, রাজ্য দখলের জন্য রাজায় রাজায় লড়াই মৃত্যু হয় সাধারণ সৈনিকের। এখন গণতন্ত্রের ছাতার তলায় লড়াই হয় পার্টিতে পার্টিতে। মৃত্যু হয় সাধারণ নাগরিকের। ডারউইনের মতবাদে বলা হয়েছে , সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট'' – অর্থাৎ যোগ্যতমের জয়। বাঁচার জন্য এ লড়াই সমস্ত প্রজাতির মধ্যে চলে আসছে – নতুন কিছু নয়।

এই যে বিশাল সৈন্য বাহিনী তারা আমাদের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা দেয়। দেশের অভ্যন্তরে নাগরিকদের সুরক্ষার ভার থাকে দেশের আইন–কানুন আর প্রশাসকের উপর। আজ এই প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে যে আইন প্রশাসন কী সত্যিই ব্যক্তি মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে? অতি সম্প্রতি দুর্ঘটনা মানুষকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। কিছুদিন আগে কলকাতার সরশুনা এলাকায়

এক মা ও ছেলেকে খুন করল ওই খুন হওয়া মহিলার মাসতুতো দুই ভাই মিলে। তৎপর প্রশাসন খুনের কিনারা করে দোষীদের ধরেছে।

ঠিক পুজোর মুখে গড়িয়াহাট নিজের ফ্ল্যাট বিক্রি করতে এসে ছিল দুপুরে খুন হল এক করপোরেট কর্তা ও তার ড্রাইভার। দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু খুনির উদ্দেশ্য সফল হয়নি। টাকাপয়সার জন্য দিদি আর ভাগনাকে খুন করল। আর এক ক্ষেত্রে মনে করেছিল ফ্ল্যাট থেকে প্রচুর পাওনা ও নগদ টাকা–পয়সা পাওয়া যাবে। কিন্তু খুনী তা তো পায়নি। অতি সম্প্রতি সিঙ্গুর এবং চণ্ডীতলায় এক দিনের মধ্যে দুটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। একই পরিবারের তিনজনকে খুন করল তারই জ্ঞাতি–গুষ্টির জমা করা সম্প্রতি বিবাদ।তাই এসব ক্ষেত্রের তাই তিন জন খুন হল সম্পত্তি বিবাদের জন্য। দেশের আইনে হয়তো এদের শাস্তি হবে। কিন্তু অকালে অকারণে প্রাণ চলে গেল। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে দেশে লক্ষ লক্ষ মামলা হচ্ছে। আইন আদালত আছে। সালিশি সভা আছে। দলিল দস্তাবেজ রেকর্ড অনুযায়ী যে যার প্রাপ্য বুঝে নেবে এটাই নিয়ম। কোনও পরিবারের সকলকে খুন করে দিলেই তার সম্পত্তির মালিক হওয়া যায় না। একথা খুনিরা যে জানে না তা নয়। তবুও খুন করল। এই ঘটনাটা রোজকার ঘটনা, সেই এগুলিকে দুর্ঘটনা বলছি। এক্ষেত্রে খুনীরা খুন করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছে। এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটছে মানবিক ত্রুটির কারণে, এদের মানসিক রোগী বলা যাবে না।

রাষ্ট্র আমাদের আইনি সুরক্ষা দেয় বটে কিন্তু মানুষ প্রকৃত সুরক্ষা পায় সমাজ থেকে। কারণ সমাজে বসবাসকারি সকল সদস্য কিছু অলিখিত নিয়ম, প্রথা বংশানুক্রমে মেনে চলে। আবার আরো ক্ষুদ্র বৃত্তে পারিবারিক সুরক্ষায় আমরা নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করি। আজকাল সমাজ ভেঙে রাজনৈতিক সমাজ তৈরি হয়েছে। তাই সামগ্রিক সমাজের উপর মানুষের আস্থা কমে এসেছে। কিন্তু পরিবার–পরিজনরা এদের ওপরই বেশি ভরসা করে মানুষ। বর্তমানে সেই ভরসায় আমাদের আর নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। কারণ নিকট সম্পর্কের পরিসরে খুন বেশি হচ্ছে। পরকীয়ায় জড়িয়ে স্ত্রী–স্বামীকে খুন করছে আবার স্বামী স্ত্রীকেও খুন করছে। ভাই–বোন, কাকী–জ্যাঠা, মামা–মামি, দাদু–দিদিমা – এমন কি বাবা–ছেলে, মা–ছেলে কোন রক্তের সম্পর্কের বাঁধনেই আর চোখ বুজে ভরসা করা যায় না।

অতি সম্প্রতি রাজস্থানে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যা শুনলে মানুষের সভ্যতার গর্বের বেলুন চুপসে যাবে। লজ্জা ঢাকবার কোনো খুনিই আর অবশিষ্ট নেই। একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের ধর্ষণ করত এবং এই স্কুলের দুজন দিদিমণি তার ভিডিও রেকর্ড করে রাখত। তাদের বলা হত স্কুলের মাইনে মুকুব করে দেওয়া হবে।

আমরা জানি মানুষ ষড় রিপুর দাস। কাম মানুষের আদিম রিপু। কিন্তু উপভোক্তা করার ব্যবস্থাও তো সমাজ পরিবার করছে! আইন মেনে প্রথা মেনেই তো সমাজ টিকে আছে। ওই শিক্ষক ও দিদিমণিদের কী বলা যাবে? একেই বলে মানবিক ত্রুটি। এই ত্রুটি ইচ্ছাকৃত।

রাস্তায় লাল আলো জ্বললে গাড়ি থামাতে হয়। তেমনি সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও লালবাতির নির্দেশ থাকে তাকে যারা অতিক্রম করে তাদের মানুষ বলে বিবেচিত করা উচিৎ নয়। মানুষের মানবিক ত্রুটিকে যতদিন না মুক্ত করা যাবে ততদিন মানুষের জীবন নিরাপদ নয়। ভোগলালসায় উন্মত্ত মানুষ আজ মানবিকতাকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। আর সুস্থ মানবিকতা সম্পন্ন মানুষ নিরাপত্ত বিপন্নতায় বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে।

মনুষ্য সমাজকে মানবিক ত্রুটি মুক্ত করতে হলে চাই মনুষ্যত্বের পাঠ। জীবনের মানে খুঁজতে পৃথিবীতে আসা। জীবনে জীবন যোগেই জীবনের সার্থকতা। জীবন কেড়ে নেওয়া মানে নিজের জীবন শেষ। জীবনের প্রাথমিক পাঠে আমাদের কোথাও খামতি থেকে যাচ্ছে তাই সমাজে মানবিক ত্রুটি বেড়ে চলেছে সমাজ বিজ্ঞানীদের দায় এই ঘাটতি পূরণ করার। এক নগণ্য কলমচী হিসাবে শুধু বলি শরৎচন্দ্রের সেই বিখ্যাত উক্তির জের টেনে যে মানুষের মৃত্যুতে শোক না করে মনুষত্বের মৃত্যুতে বেশি শোক করা উচিৎ।

প্রাকৃতিক উপাদান মানসিক স্বাস্থ্য স্থিতিশীল রাখছে

শ্রীজাতা সাহা সাহু

কোভিড ১৯ অতিমারী মোকাবিলা করার জন্য বাড়িতে থাকার সরকারি আদেশ পালন, অনুষ্ঠান বাতিল করা, বাড়ি থেকে কাজ করা ইত্যাদি সংক্রমণযোগ্য এবং মারণ এই জীবাণুটির বিস্তারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রথম শর্ত হলেও, এই ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি তৈরি করে যার সঙ্গে শহরের বাসিন্দাদের মানিয়ে নিতে হয়। এর জন্য অনেক সময়ই বহু মানুষের মধ্যে মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে লকডাউনের সময়ে– যখন মানুষ সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছিল– একদিকে মারাত্মক জীবনহানি প্রত্যক্ষ করে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে। এমন পরিস্থিতিতে, ডঃ শালিনী ধিয়ানি, প্রবীণ বিজ্ঞানী, সিএসআইআর–ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এনইইআরআই) সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন মৃত্তিকা বসু, বিজ্ঞানী, ল্যাবরেটরি অফ সাসটেইনেবল রুরাল ডেভেলপমেন্ট, গ্র্যাজুয়েট স্কুল ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, কিয়োটো ইউনিভার্সিটি, কিয়োটো, জাপান, ডঃ রাজর্ষি দাশগুপ্ত এবং ডঃ পঙ্কজ কুমার, সিনিয়র পলিসি রিসার্চার, ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল স্ট্র্যাটেজিস–এর সঙ্গে। সমীক্ষায় দেখা যায় প্রাকৃতিক সমাধান, যেমন বাড়ির বাগানে কম করে ১০ মিনিট থেকে দুঘন্টার বেশি সময় দিলে কোন ব্যক্তির মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের মাত্রা এবং সামগ্রিক বিষণ্নতা, এবং অস্থিরতার মাত্রা (DASS)–২১ বহুমাত্রায় হ্রাস করে। কোভিড–১৯ বিস্তারের ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা এবং দ্রুততার সঙ্গে ছড়ানোর কারণে যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল। স্বাস্থ্যের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাবের পাশাপাশি, এই অতিমারীর মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রচুর সমান্তরাল ক্ষতি হয়েছে যেমন স্কুল, কর্মক্ষেত্র, পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার, রেস্তোরাঁ, শপিং মল ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া ছিল বহুদিন। সামাজিক মেলামেশায় বিধিনিষেধ এবং ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল সরকারিভাবে। সবচেয়ে গুরুতর 'কোলাটারাল ড্যামেজ' হল শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্টলাইন কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়েনি, বয়স্ক ব্যক্তি এবং দীর্ঘ অসুস্থতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তি বা সাধারণ মানুষ যাদের নিউ নরম্যাল–এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে জীবনযাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে হয়েছে তাদের ওপরেও পড়েছে। মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কোভিড ১৯–এর প্রভাব ইতিমধ্যেই শিক্ষা জগতে প্রভাব ফেলেছে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা যথাযথ জরুরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন নানাভাবে। এছাড়াও, জনবহুল শহুরে এলাকা, যেমন কলকাতার মতো অন্যান্য মেগাপলিস এবং ছোট শহরগুলিকে সংক্রমণের হটস্পট হিসাবে দেখা হচ্ছে এখনো।

জনসাধারণের ওপর কোভিড–১৯–এর প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক গবেষণায় উদ্বেগ, একাকীত্ব, বিষণ্ণতা এবং আর্থিক উদ্বেগ– সহ বিবিধ মানসিক যন্ত্রণার কথা বলা হয়েছে। চাকরি হারানোর ভয়, আর্থিক উদ্বেগ, বাড়ি থেকে কাজ করার চাপ, শারীরিক ও সামাজিক দূরত্বের ফলে ব্যক্তিমানুষের একাকীত্ব– এ সবই মানসিক অসন্তোষের কারণ। মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতিতে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতেও জোর দেওয়া হয়েছে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিতে এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনাকে স্বাগত জানানোর জন্য সবুজের গুরুত্বের উপর। তবে, বিভিন্ন দেশে অতিমারী পরিস্থিতি নজরে রেখে বিভিন্ন স্তরে লকডাউন কার্যকর করা হয়েছে এবং পার্ক, খেলার মাঠ বা সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট মাঠের মতো বাইরের সবুজ স্থানগুলিতে যাতায়াত মাঝারি বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। একটি বাড়ির চারপাশের সবুজ মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির যেমন জরুরি, তেমনি একটি বাড়ির বাগানের সবুজ তেমনই উপকারী। ক্রমশ আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে উদ্যানপালন বা বাগিচা বিলাস যেমন বিষণ্ণতা, উদ্বেগ হ্রাসে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তেমনি জীবন সন্তুষ্টি, জীবনের মান এবং সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার অনুভূতি বৃদ্ধি করার কাজে ইতিবাচক ভূমিকা নেয়।

বাড়িতে বাগান থাকলে সূর্যের আলো এবং তাজা বাতাসে আরাম করার এবং বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ হয়ে যায়, যার ফলে ঘুমের ধরন এবং মেজাজ মসৃণ হবার মতো বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যসম্মত সুদিক রয়েছে। বাড়ির বাগান শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য– সহ নান্দনিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশে সাহায্য করে। বাগান করার সময় যে শারীরিক ব্যায়াম হয়, যেমন, জল দেওয়া, আগাছা তুলে ফেলা, ইত্যাদি শারীরিক কসরত শরীরকে তাজা রাখে, আবার মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোনও বড় অসুখ থেকে সেরে ওঠার সময়, মানসিক চাপ কমানোর ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাহায্য করে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, বাড়ির বাগান বা টেরেস গার্ডেন রয়েছে এমন শহুরে পরিবারগুলি বাড়িতে বাগান নেই এমন পরিবারের তুলনায় স্টে হোমের সময় তুলনামূলকভাবে কম মানসিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল। উদ্যানগুলিতে ব্যয় করা সময় উদ্বেগ, রাগ, দুঃখ, তৃপ্তি, ইত্যাদি এবং আগ্রাসনের মতো বিভিন্ন ডিমেনশিয়া–র মতো মানসিক উপাদানগুলিকে প্রভাবিত করে বলে জানা গেছে। ২০২০ সালের মে মাসের শেষের দিকে দুই সপ্তাহের জন্য মাঙ্কি সার্ভের মাধ্যমে অনলাইনে প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়েছিল। সমীক্ষায় তিনটি বিভাগে বিভক্ত ১৯টি প্রশ্ন ছিল (পরিপূরক উপাদান)। কলকাতা–সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে যতটা সম্ভব প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করার জন্য সমীক্ষাটি ইংরেজিতে চালানো হয়।

কলকাতা– সহ ভারতের বিভিন্ন শহরের শহুরে বাসিন্দাদের নিয়ে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বাড়ির বাগান বাড়িতে কাটানো দিনের সংখ্যা এবং মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ককে নেতিবাচকে পরিণত করে। এটি কোভিড–১৯ জনিত মানসিক যন্ত্রণা কমাতে বাড়ির বাগানের ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করে। যদিও বাড়ির বাগান 'অ্যাসোসিয়েশনে' কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি, তবে, বাড়ির বাগানে কাজ করার মাধ্যমে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়া মানসিক যন্ত্রণা (বিষণ্ণতা ব্যতীত) এবং বাধ্যতামূলক বাড়িতে থাকার সীমাবদ্ধ দিনের সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ককে উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কাজে সাহায্য করেছে।

* মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন অফিসার, পিআইবি কলকাতা

ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে কোমর বাঁধছে সিপিএম

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সিপিএম পূর্ব বর্ধমানে পুর নির্বাচনে ফের কোমর বেঁধে নামছে।

একদা বঙ্গের লালদুর্গ বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটে রেড ব্রিগেডের রক্তক্ষরণ বন্ধ না হলেও পুরসভার আসন্ন নির্বাচনী লড়াইয়ে কোনওমতেই পিছিয়ে আসছে না সিপিএম। অতীতের একাধিক ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে ৬টি পুরসভার নির্বাচনে ফের কোমর বেঁধে নামার জন্য ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম নেতৃত্ব। এজন্য জেলার সর্বত্র সিপিএমের নেতা–কর্মীরা জোরদার জনসংযোগ শুরু করেছেন।

অবিভক্ত বর্ধমান জেলাজুড়ে একটা সময় সিপিএমের প্রবল দাপট ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, বিজেপি সহ বিরোধীরা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী রেড ব্রিগেডের সেই দাপটের কারণে বেশিরভাগ জায়গাতেই কার্যত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু, ২০১১ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের পরাজয়ের পরপরই রাজনৈতিকভাবে সবকিছুই ওলট–পালট হতে শুরু করে। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পরপরই অবিভক্ত বর্ধমান জেলাতেও সিপিএম তথা বামফ্রন্টের লালদুর্গ কার্যত তছনছ হয়ে যায়। জেলাভাগের পর সিপিএমের কঙ্কালসার চেহারাটা আরও প্রকট হয়ে পড়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মোট ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রই এখন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিধানসভা কেন্দ্রের বেশিরভাগেও শাসকদল দাপট দেখাচ্ছে। এখানে একাধিক আসনে বিজেপির বিধায়ক রয়েছেন। দুই জেলাজুড়ে যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি বিজেপিরও বেশ খানিকটা প্রভাব দেখা যায়। তবে, দলীয় জনপ্রতিনিধির সংখ্যার নিরিখে কার্যত শূন্য মনে হলেও পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে এখনও যে সাংগঠনিকভাবে সিপিএম যথেষ্টই শক্ত–পোক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তা তাদের সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন মিছিল, সভা, জমায়েত সহ দলীয় অসংখ্য কর্মসূচিতে প্রমাণ মিলেছে। ভিড়ে ঠাসা এই সকল কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রমাণ করে দিয়েছে যে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের কোণায় কোণায় এখনও লাল পতাকার রং ফিকে হয়ে যায়নি। আর এটা বুঝতে পেরেই সিপিএম নেতৃত্ব আশায় বুক বেঁধে আরও বেশি করে জনমত গঠনের জন্য নতুন উদ্যমে ময়দানে নেমে পড়েছেন। পুরভোট ঘোষণা না হলেও বিভিন্ন বার্তা নিয়ে এবং

নাগরিকদের অভাব–অভিযোগ শুনতে ইতিমধ্যেই জেলাজুড়ে প্রতিটি শহরের পাড়ায় পাড়ায় মানুষের দরজায় পৌঁছে যেতে শুরু করেছেন সিপিএমের নেতা–কর্মীরা। সবমিলিয়ে এভাবে ধারাবাহিক জনসংযোগের মাধ্যমে দলীয় নেতৃত্ব এবার শহুরে সাধারণ মানুষের মন বোঝার চেষ্টা করছেন। সিপিএমের কাটোয়া ২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনিন্দ্য মণ্ডল, ডিওয়াইএফআই–এর রাজ্য কমিটির সদস্য অমিত মণ্ডল, জেলা বস্তি উন্নয়ন সমিতির সদস্য তথা যুব নেতা সঞ্জয় দেবনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দলীয় কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, মানুষের অভিযোগ ও ক্ষোভের কথা শুনছেন। নেতৃবৃন্দ প্রায় এক সুরে বলেন, বামফ্রন্ট রাজ্যে ক্ষমতায় নেই ঠিকই। তবে, লাল ঝান্ডা সর্বত্রই মানুষের পাশে আগেও ছিল, এখনও আছে এবং আগামীতেও থাকবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান, গুসকরা, মেমারী, কাটোয়া, দাঁইহাট এবং কালনা পুরসভার নির্বাচন আসন্ন। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনের পরপরই রাজ্যের শতাধিক পুরসভার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ৬টি পুরসভাতেই একটা সময় ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে, দাঁইহাট পুরসভায় ২০১৫ সালে সিপিএম ক্ষমতায় এলেও মাঝপথে পুরবোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে চলে গিয়েছিল। অবশ্য তারপর দীর্ঘদিন ধরে সর্বত্রই পুরসভাগুলি প্রশাসকের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। যদিও বিরোধী দল সহ সাধারণ মানুষের অভিযোগ, নামেই প্রশাসনের অধীনে থাকলেও বকলমে পুরসভাগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রীদেরই গাজোয়ারি ও খবরদারি চলছে। ফলে, বিভিন্ন স্তরের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের স্বজনপোষণ সহ অনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত। সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, এবারের পুর নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মানুষ উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেবে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, আমরা সাম্প্রতিক কালের নির্বাচনগুলিতে আমরা আমাদের বক্তব্য যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি। এটা আমাদের ভুল, ব্যর্থতা। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির সম্পর্কে মানুষের চোখ খুলছে। এতে আমরা আশাবাদী। তবে, এবার আমরা নিশ্চিত যে সবটুকু সাংগঠনিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে ফের মানুষের কাছে যথাযথভাবে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারব। আমাদের লক্ষ্য মানুষের অধিকার পুরনির্বাচনী লড়াই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখন আমাদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি চলছে। এটুকু বলতে পারি সর্বত্র আমাদের কমরেডরা এমনভাবে ফাইট দেবে যাতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অচিন্ত্য মল্লিক তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে আরও বলেন, গত পুর নির্বাচনে মানুষ বহু জায়গাতেই ভোট দিতে পারেনি। আমরা দাঁইহাট সহ কয়েকটি জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলাম এবং মানুষ ভোট দিতে পেরেছিল। দাঁইহাটে আমাদের পুরবোর্ডও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তীতে মাঝপথে দাঁইহাটের সেই পুরবোর্ড দখলদারিত্বের জন্য দখল করে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

চুরি, বাড়ছে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাতে নলহাটি শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ইলেকট্রনিক দোকানে চুরির ঘটনা ঘটলো। ল্যাপটপ, মোবাইল, সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক, নগদ টাকা চুরি হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ। রবিবার রাতে কুশুটিয়া গ্রামে দুটি মন্দির ও দুটি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাত দেড়টা নাগাদ কড়িধ্যা থেকে বেসরকারি হাসপাতালে কাজে যাওয়ার সময় সিউড়ি একের পল্লী হনুমান মন্দিরের কাছে মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ইলেকট্রিক পোলে ধাক্কা মারে। মারা যায় কড়িধ্যার সৌম্যদীপ শর্মা (হিসাবরক্ষক) এবং ডিহিকোপা গ্রামের কাঞ্চন চক্রবর্তী (আইসিইউ টেকনিশিয়ান)। জখম চিকিৎসক হাটজনবাজার কাননপল্লীর শুভদীপ ঘোষ কলকাতা পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গৃহশিক্ষকদের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয় শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা বন্ধ করার নির্দেশ হাইকোর্ট বা ডিআই অফিস থেকে বারংবার দেওয়া হলেও এখনো কিছু শিক্ষক গৃহশিক্ষকতা করছেন। এরই প্রতিবাদে ৮ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক সমিতি রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড় থেকে মিছিল করে গিয়ে রামপুরহাট শহরের তিনটি বিদ্যালয়–জেএল বিদ্যাভবন, রেলওয়ে আদর্শ বিদ্যামন্দির, উচ্চ বিদ্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে।

শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : নানুর টিকেএম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সাতজন শিক্ষিকা, কীর্ণাহার শিবচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, বোলপুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের পাঁচ পড়ুয়া এবং সিউড়ি কালিগতি স্মৃতি নারী নিকেতনের একজন একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী করোনা আক্রান্ত। ফলে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ১৬ নভেম্বর থেকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন শুরু হয় বিদ্যালয়গুলিতে।

অ্যাম্বুলেন্স উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনার নিউবারাকপুরের দক্ষিণ মাসুন্দা পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রাঙ্গণে আফটার টেন' সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে, স্থানীয় দুঃস্থ ও আর্ত মানুষদের সাহায্যার্থে উদ্বোধন হল অ্যাম্বুলেন্স ও শববাহী যান পরিষেবার। দীর্ঘদিন ধরে নিত্যনতুন জীবনদায়ী পরিষেবা দিয়ে মানবিক উদ্যোগের মুখ হয়ে উঠেছে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার এই সামাজিক সংগঠনটি। এদিন রণেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা যানের শুভ উদ্বোধন করেন ফুল বসু। শেষের দেখা শববাহী যানের উদ্বোধন করেন সমাজকর্মী সুচেতা দত্ত।

ডাঃ পঙ্কজ কুমার অধিকারী, ডাঃ সুদীপ মুখার্জী, সংগঠক শান্তনু সেন, শেখর মিত্র, সজল সরকার প্রমুখ। সঙ্ঘের সম্পাদক অবিন দত্ত জানান, নিতান্ত আড্ডার ছলে দশজন বন্ধু মিলে তৈরি করা হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপের নাম আফটার টেন। নিউ বারাকপুরের বুকে এই সংগঠন মানবিক উদ্যোগের নজির সৃষ্টি করেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা। ২০২০ সালের ১৬ এপ্রিল কমিউনিটি কিচেন উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে আফটার টেন–এর পথচলার সূচনা হয় বলে জানালেন সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

গ্রেফতার ২ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশের তৎপরতায় একের পর এক অপরাধ দমনের কাজ চলছে। বারুইপুর পুলিশের জীবনতলা থানা এলাকা থেকে অস্ত্র কারখানার হদিশের ২৪ ঘন্টার মধ্যে এবার অস্ত্র সহ ডাকাতির আগেই ধরা পড়লো দুই দুষ্কৃতী জয়নগর থানা এলাকা থেকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া বাজার থেকে দুই দুষ্কৃতীকে অস্ত্র সহ গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম গৌরাঙ্গ হাজারি (৪০),বাড়ি ক্যানিং থানার সাতমুখী ছোট দুমকি এলাকায় এবং সাইফুদ্দিন মোল্লা (৩৪)বাড়ি ক্যানিং থানার বেলেখালি বানিবাদা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১ টি ওয়ান শাটার দেশি বন্দুক, ১ রাউন্ড কার্তুজ, ১ টি শাবল,১ টি লোহা কাটা যন্ত্র, ভোজালি সহ ছোট খাটো সরঞ্জাম। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, শনিবার রাতে ক্যানিং এর সাতমুখী থেকে ৮–১০ জনের একটি দল জয়নগরের গোয়ালবেড়িয়া বাজারের একটি সোনার দোকানে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে এই খবর আসা মাত্র জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে ওই দলটিকে ধরে ফেলে। কিন্তু পুলিশ আসার অনুমান করে পালাতে গিয়ে দুজন ধরা পরে গেলে ও বাকিরা পালিয়ে যায়।তাদের খোঁজে জেলা জুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। কিছুদিন আগে বারুইপুরে একটি এটিএম লুটের ঘটনায় যুক্ত থাকা সহ আরো একাধিক কেসের সাথে ধৃতরা জড়িত বলে পুলিশী তদন্তে উঠে এসেছে বলে জানা গেল । ধৃতদের বিরুদ্ধে ডাকাতি,অস্ত্র আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সঞ্চিতা মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড স্বাস্থ্য বিধি মেনে এবার ৩০তম সঞ্চিতা মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে ১৯জানুয়ারি দক্ষিণ শহরতলীর বাওয়ালীর সঞ্চিতা কলাভবনে। সংস্থার সম্পাদক স্বপন কুমার রায় জানালেন, অন্যান্য বছরের ন্যায় আগামী ১২জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মদিনে মশাল দৌড়ের মাধ্যমে মেলার সূচনা হবে। আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, বসে আঁকা সহ নানা প্রতিযোগিতার বিষয় থাকবে। সন্ধ্যায় থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা। শেষদিন ১৯জানুয়ারি থাকবে সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র পরিবেশিত ডঃ তাপস কুমার রচিত এবং নিরঞ্জন খাঁড়া নির্দেশিত অশ্রুসজল সামাজিক যাত্রাপালা 'কালির দুর্গা ধরেছে ত্রিশূল'। জোরকদমে এখন সঞ্চিতা কলাভবনে মহড়া চলছে।

ইচ্ছাশক্তির কাছে বাধাও হার মানতে বাধ্য

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় : ইচ্ছাশক্তির কাছে শত বাধাও যে হার মানতে বাধ্য তা আরো একবার প্রমাণ করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার নুরপুরের বাসিন্দা তন্ময় পুরকাইত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের নুরপুর অঞ্চলের পশ্চিম ভবানীপুর গ্রামের একটি বাড়িতে বাবা ও মাকে নিয়ে ছোট্ট পরিবার তন্ময়ের। মা সুষমা পুরকাইত ও বাবা প্রদীপ পুরকাইতকে সাথে নিয়ে ছোট্ট পরিবার তন্ময়ের। বাবা সামান্য মাটিকাটা লেবারের কাজ করে। দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে আর্থিক অনটনের কারণে বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারেনি সে। আর এর মধ্যেই ২০১৭ সালে তার শরীরে ধরা পড়ে থ্যালাসেমিয়ার মতন মারণব্যাধি। তারপর থেকেই ঘরবন্দি তন্ময়ের জীবন। বাবা অনেক কষ্ট করে অপারেশন করান তন্ময়ের। এরপরে ডাক্তারবাবুরা জানিয়ে দেয় কোনও ভারী কাজ কখনো করতে পারবে না তন্ময়। প্রাণবন্ত যে সময় তার অন্যান্য বন্ধুরা মাঠে খেলাধুলা থেকে শুরু করে একাধিক কাজ করে বেড়াতো তখন ঘরে বসে বসে প্রহর গুনত তন্ময়। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে

ছিল আঁকা শেখার, কিন্তু অভাবের সংসারে খাতা, পেন্সিল,রবার, রং কে কিনে দেবে তাকে। আর তখনই তন্ময় হাতে তুলে নেয় চক। তন্ময়ের হাতে রয়েছে অদ্ভুত জাদু চোখ দিয়েই সে বানিয়েছে একাধিক স্কাল্পচার। প্রথম প্রথম বন্ধুরা এসে সময় দিলেও পরবর্তী সময়ে তারাও পাশে থাকে নি। তবে তার কাজে সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন পাড়া–প্রতিবেশী থেকে শুরু করে বন্ধু বান্ধবেরা। আর এরই মধ্যে ছোট্ট একখানা চোখ দিয়েই বানিয়ে ফেলেছে একাধিক স্কাল্পচার যার মধ্যে দুর্গা ঠাকুর থেকে শুরু করে গান স্যালুট হেলিকপ্টার বিভিন্ন ধরনের মুখ বৈচিত্র আরো কত কী। আর তার এই ধরনের কাজ দেখতে পারার বহু মানুষের ভিড় জমায় তার বাড়িতে। তবে প্রত্যেক মাসেই থ্যালাসেমিয়ার কারণে তাকে নিতে রক্ত নিতে হয়। আর সেই শারীরিক প্রতিকূলতাকে জয় করেও অভাবের সংসারে এমন প্রতিভা কজনই পায়, তবে তন্ময়ের পরিবারের লোকজন থেকে বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকেই চায় সরকারি স্বীকৃতি পাক এই শিল্পকলা যাতে আগামী দিনে ঘরবন্দী তন্ময় পাশে দাঁড়াতে পারে নিজের পরিবারের।

লোকাল ট্রেনের লাইনে ফাটল

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকাল ট্রেনের লাইনে ফাটল।ক্যানিং আপ লাইনে ফাটল, অল্পের জন্য রক্ষা যাত্রীদের।শিয়ালদহ দঃ শাখার ক্যানিং শাখার আপ লাইনে ফাটল দেখা যাওয়ায় আধঘণ্টা বন্ধ রইল ওই শাখার ট্রেন চলাচল। অল্পের জন্য রক্ষা পেল আপ ক্যানিং–সোনারপুর লোকালের যাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল সাড়ে ৮ টা নাগাদ কালিকাপুর ও বিদ্যাধরপুর স্টেশনের মাঝে। এর জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে

পড়ে।স্থানীয় মানুষ জন লাল কাপড়। দেখিয়ে ট্রেনটিকে দাঁড় করান। খবর দেওয়া হয় সোনারপুর জি আর পি থানায় ও রেলের আধিকারিকদের। রেলের ইঞ্জিনিয়াররা ও পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। দ্রুততার সঙ্গে লাইন মেরামত করা হয়। পরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকাল ৮–৩০ নাগাদ কালিকাপুর–বিদ্যাধরপুর স্টেশনের মাঝে আপ লাইনে ফাটল দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই সময় আপ ক্যানিং লোকাল সোনারপুরের দিকে যাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষজন লাল কাপড় নিয়ে ছুটে যায়। ট্রেনের চালক ও গার্ড নেমে পড়েন ট্রেন থামিয়ে। পূর্ব রেলের এক আধিকারিক বলেন, তীব্রতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান।

বেপরোয়া যান চলাচল বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ দিন ধরে বেহাল থাকা গোচরণ বারুইপুর রোডের বেশ কিছুটা অংশের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।গোচরণ থেকে দক্ষিণ বারাশত পর্যন্ত ১ নং রাজ্য সড়কের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর তারপর থেকে এই রোডে বেপরোয়া যান চলাচল কয়েকগুন বেড়ে গেছে।কয়েকদিন আগে সরবেড়িয়া ব্যাজড়া মলিঘাটি মোড়ের কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় একজন মারাও যায়।তার পরেও বেপরোয়া যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ হয় নি। ফল স্বরূপ সোমবার রাতে দক্ষিণ বারাশত ফুলতলা মোড়ের কাছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোকে সামনে থেকে এসে ধাক্কা মারে একটি মাল বোঝাই ট্রাক। অটোটি দুমড়ে মুচড়ে যায়।অটোতে কোনো যাত্রী সে সময় না থাকায় কোনো প্রাণ হানির ঘটনা ঘটেনি।স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গোচরণ থেকে বিয়ে বাড়ির যাত্রী নামিয়ে দক্ষিণ বারাশতে ফিরছিলো অটোটি। রাস্তার ধারে অটোটিকে রেখে সামনের দোকানে গিয়েছিল অটোচালক।আর এমন সময় জয়নগর থেকে গোচরণ মুখী একটি মাল বোঝাই ট্রাক বেপরোয়া ভাবে সামনে থেকে অটোটিকে ধাক্কা মেরে পালানোর চেষ্টা করে। এলাকার মানুষের চেষ্টায় গাড়িটিকে আটাকানো গেলেও চালক পলাতক।পরে ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো ও ট্রাকটিকে উদ্ধার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। বেপরোয়া যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে একটু কঠোর হোক প্রশাসন এটাই চায় স্থানীয় মানুষ।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রমিক একতা মঞ্চের তিন ছাএ সদস্য ও তাদের বাড়ির মালিককে বিনা কারনে পুলিশের আটক, অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিল এপিডিআর।এপিডিআরের জেলা সম্পাদক আলতাফ হোসেন বলেন, বকুলতলা থানার মায়াহাউড়িতে বেহাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুরাহার উদ্দেশে শ্রমিক একতা মঞ্চের হয়ে গন স্বাক্ষর অভিযান চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। রবিবার রাতে তাদের কাজে বাঁধা দিয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ তাদের মারধর করে এবং অপরাধী হিসাবে থানায় তুলে নিয়ে আসে।সোমবার সকালে বকুলতলা থানার ওসি আমাকে বলেন, তাদের

ছেড়ে দেওয়া হবে।এবং তাদের জন্য এপিডিআরের জয়নগরের দুই কর্মী বকুলতলা থানায় গিয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকলেও তাদের ছাড়া হয় নি।সরকারি আইন মোতাবেক কোনো এ্যারেস্ট মেমো ছাড়া কারুককে গ্রেফতার করা যায় না। আর গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে পাঠাতে হয়। এক্ষেত্রে কোন নিয়মই মানা হয় নি। এমনকি যে ব্যক্তির বা।তিে ওরা থাকতো সেই স্থানীয় বাবলু হালদার নামে এক যুবককেও পুলিশ সোমবার ধরে আনে। পুলিশের ধরে আনা যুবকেরা হল– তীর্থ রাজ ত্রিবেদী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র, অ্যালফ্রেড ডিক্রুস, পলিটেকনিক ইঞ্জিনিযারের ছাএ সহ আরও একজন পলিটেকনিক ইঞ্জিনিযারের ছাএ ছিলো।এদের সকলের বযস কুড়ি থেকে তেইশের মধ্যে হবে।পুলিশের এই বেআইনি আটকের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপারের কাছে আমাদের ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল।কিন্তু এর জন্য প্রচুর রেফ নামিযে এলাকা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ব্যারিকেড করে দেওয়া হয় পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে। তবুও পুলিশের ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা এদিন ডেপুটেশন জমা দিয়েছি।আর মানুষের সঠিক অধিকারের বিরুদ্ধে আমাদের এই ল।াই চলবে। তবে এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে বকুলতলা থানার ওসি অভিজি পালের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই বিষয়টি এড়িয়ে যান।

আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আশা কর্মীদের মাসিক উৎসাহ ভাতা ভাগ করা বন্ধ, সমস্ত বকেযা মেটানো, করোনায় মৃত ও আক্রান্তদের জন্য ঘোষিত বীমা প্রদান, আশা কর্মীদের সরকারি কর্মী স্বীকৃতির দাবিতে শুক্রবার দুপুরে জয়নগর ২ নং

বিডিও অফিস ও ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ প্রতিবাদ ও রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ দেখালো প্রায় দু'শতাধিক আশাকর্মী। জানা গেল, দীর্ঘ দিন ধরে আশা কর্মীরা ফরম্যাট প্রথায় ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে। মহামারী, অতিমারী, অতিবৃষ্টি, বন্যা সহ সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁরা কাজ করে চলেছে। অথচ তাঁরা কোনও রকম সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। আর তাই আগামী ৭ ই জানুয়ারী এই সব দাবী দাওয়া নিয়ে পশ্চিমবঙগ আশা কর্মী ইউনিয়ন কলকাতার স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ ও সমাবেশের কর্মসূচি রেখেছে।আর এই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই রাজ্যের সব ব্লকে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে আশা কর্মীরা। সেই মতো শুক্রবার দুপুরে জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে জয়নগর জামতলা রোড কিছু সময় অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করে আশা কর্মীরা।এর পরে জয়নগর ২ নং বিডিও ও জয়নগর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেন আশা কর্মীরা।এ ব্যাপারে বিক্ষোভরত পশ্চিমবঙগ আশা কর্মী ইউনিয়নের জেলা সভানেত্রী মাধবী পন্ডিত বলেন,অবিলম্বে আমাদের ভাতা ২১ হাজার টাকা করতে হবে, আমাদের জন্য হাসপাতালে বসার ও বিশ্রাম নেওয়ার ঘর দিতে হবে, তাছা।া আগের সব বকেয়া দ্রুত মেটাতে হবে। না হলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো।বন্দনা প্রামানিক,আম্বিয়া সরদার,আরুফা মোল্লা সহ বেশ কয়েকজন আশা কর্মী বলেন,করোনা সময় কালে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা মানুষের সেবা করেছি। অথচ এত কিছুর পরেও আমরা আমাদের নায্য অধিকার টুকু পাই নি। তাই আমাদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে আমরা এই আন্দোলনের পথে নেমেছি।আমাদের দাবি অবিলম্বে মানা না হলে আগামী দিনে আমরা আর ও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।এদিন তাদের দেওয়া অভিযোগ গ্রহণ করেছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বিপুল মজুমদার। এ ব্যাপারে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বিপুল মজুমদার বলেন, ওদের দাবি দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপিটি আমি গ্রহণ করেছি এবং উদ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

প্রকাশ্যে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল কর্মীকে

প্রকাশ্যে গুলি। শুক্রবার সন্ধে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের রেল কলোনী সংলগ্ন মাঠে। অভিযোগ, দিনের পর দিন মাঠে মদ, গাঁজার আসর চলত। তারই প্রতিবাদ করতে গেলে ডোঙা ওরফে বুদ্ধদেব চিত্রকর ও সৌরিশ দে সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী বিশালকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। পায়ে গুলি লাগে বিশালের। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

বিপিন রাওযা়ত স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওযা়ত এর মৃত্যুতে রক্তদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জাপন করল কলকাতা শোভাবাজার হাটখোলা মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক।রবিবার সকালে মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের রক্তদান আন্দোলনে ৪৩ বছরের কর্মসূচি হিসেবে রবিবার ১৫০ জন রক্তদান করেন ।বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের রক্তদান শিবিরে উসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো জানান মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের সম্পাদক ডি আশীষ ।বেদান্ত মঠের সুদর্শন মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলন করে রক্তদান শিবিরে সূচনা করেন। জেনারেল বিপিন রাওযা়ত এর মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জাপন করে রক্তদাতারা তার প্রতিচ্ছবিতে মোমবাতি জ্বালান। অপরদিকে নববারাকপুর পুরসভার ২০নং ওয়ার্ডের পশ্চিম কোদালিয়া উদযন্ সংঘের ১৬ তম রক্তদান শিবিরে ও জেনারেল বিপিন রাওযা়ত কে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান হয়। রাজ্য সরকারের শীততাপ নিযন্ত্রিত মোবাইল ভ্যানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৪৫ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন এদিন ।উপস্থিত ছিলেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক প্রবীর সাহা, সাংসদ সৌগত রায়, স্হানীয় কোঅর্ডিনেটর অর্চনা সেন, ডাঃ অশোক মিত্র, সংঘের সভাপতি সুকাজল দাস, মনোজ সরকার, সুমন দে সহ বিশিষ্ট জনেরা।সন্ধ্যায় হয় বিচিত্রানুষ্ঠান।

পড়ুযা়দের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরসভার ভোট দোরগোড়ায় ।পুরসভার ভোট যত এগিযে আসছে বাড়ছে জনসংযোগ ।কোঅর্ডিনেটরাও ব্যস্ত পুর পরিষেবার পাশাপাশি কৃতী পড়ুযা়দের বাড়ি বাড়ি গিযে উচ্চ শিক্ষায় উসাহ বা প্রেরণা প্রদান করছেন। রবিবাসরীয় সকালে নববারাকপুর ৯নং ওয়ার্ডে কৃতি পড়ুযা়দের বাড়ি বাড়ি গিযে উসাহ প্রদান করলেন ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তৃপ্তি মজুমদার ।পড়ুযা়দের হাতে কলম, মিষ্টি ও শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দিযে তাদের আগামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করলেন কোঅর্ডিনেটর সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মনোজ সরকার সহ ওয়ার্ডের তৃণমূল ছাত্র ও তৃণমূল মহিলারা ।পড়ুযারা খুশি ও আনন্দিত তারা সম্মানিত হতে পেরে।কোঅর্ডিনেটর তৃপ্তি মজুমদার জানান এদিন ৭২ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি পড়ুযা়দের বাড়ি বাড়ি গিযে সম্মানিত করা হয় ।পড়ুযারা খুশি ও আনন্দিত তারা সম্মানিত হতে পেরে।

এটিএম প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার বারুইপুরে এ টি এম প্রতারণা, খোয়া গেল ২০ হাজার টাকা। এ টি এম থেকে টাকা তুলে দেওয়ার কাজে সাহায্য করবার নাম করে নকল এটিএম কার্ড হাতে ধরিয়ে দিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে নগদ ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে পালিয়ে গেল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বারুইপুর থানার সকালে চম্পাহাটি এলাকায়। এর জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতারিত ব্যক্তি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেল, বারুইপুরের পিয়ালি খোলাঘাটা এলাকার বাসিন্দা মিহির মণ্ডল এদিন সকালে চম্পাহাটি এলাকায় ব্যাঙ্কের এ টিএম থেকে ২০ হাজার টাকা তুলতে যান। তিনি বলেন, টাকা তুলতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে এক যুবক সাহায্য করার জন্য আসে। তারপর আমার এ টি এম কার্ড নিয়ে কী দেখে। আমাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে। তার পর আমার হাতে আবার কার্ড দিয়ে চলে যায়। এর পর টাকা তুলতে গিয়ে দেখি নকল কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে ব্যাঙ্কে গিয়ে জানতে পারি ২০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাচার অব্যাহত

প্রথম পাতার পর

তাতে কিছু না মেলায় তাকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করানো হলে তার শরীরে সোনার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এরপর তার মলদ্বার থেকে ১০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে বিএসএফ। সোনা পাচারের এই অভিনব প্রক্রিয়ায় জওয়ানরাও হতবাক। ধৃত এই ব্যক্তির নাম গোলাম হোসেন। সে হাকিমপুর গ্রামেরই বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া ১০টি সোনার বিস্কুটের ওজন ১ কেজি ২৪৩ গ্রাম। যার বাজার মূল্য ৬১ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৭৭ টাকা।

উল্লেখ্য, এর প্রায় মাস চারেক আগে স্বরূপনগরেরই সীমান্তবর্তী চিতারু গ্রাম থেকে, আজমল সানা নামে এক ব্যক্তিকে তল্লাশি করে ২৪ পিস সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে। আমুদিয়া বি ও পির জি কোম্পানির সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১১২ নম্বর নাগা ব্যাটেলিয়ান। উদ্ধারকৃত সেই সোনার ওজন ছিল প্রায় ২ কেজি ৬০০ গ্রাম। যার তৎকালীন বাজার মূল্য ছিল প্রায় ১ কোটি ২৭ লক্ষাধিক বলে বি এস এফ সূত্রের দাবি। এছাড়াও স্বরূপনগর সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশও ঘটে চলেছে। মাঝে মধ্যেই কিছু কিছু অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে বিএসএফের হাতে। সম্প্রতি দুটি পৃথক অভিযানে একজন দালাল সহ পাঁচজন অনুপ্রবেশকারীকে ধরে বিএসএফ। ধৃত দালালের নাম সুজয় বিশ্বাস (৩৫)। সে বাংলাদেশের বাসিন্দা শাকিল হোসেন (১৭)কে ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা করছিল। অরেকটি ঘটনায় বাবা ও মেয়ে বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে। এছাড়া ভারতে ঢোকার সময় এক বাংলাদেশি যুবক বিএসএফের জালে ধরা পড়ে। এসব ঘটনাগুলির দ্বারা অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, সোনা–রূপো ইত্যাদি পাচার যে অব্যাহত স্থানীয় বাসিন্দাদের এহেন অভিযোগকেই মান্যতা দেয়। বাসিন্দাদের এখনও দাবি, বিএসএফ যে পরিমাণ সোনা বা অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করছে, তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ সামগ্রী চোরাচালান হচ্ছে। পাশাপাশি বাসিন্দারা এও জানান, বিএসএফের হাতে পাকড়াও হওয়া অনুপ্রবেশকারীসহ উদ্ধার হওয়া সোনা–রূপো পক্ষান্তরে বিএসএফের তৎপরতাকেই প্রমাণ করে।

মহানগরে

এবার ১২ কেন্দ্রে কলকাতার গণনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অষ্টম কলকাতা পুরসংস্থার সাধারণ নির্বাচন, ২০২১ – এর গণনা হবে কলকাতার চতুর্প্রান্তের ১২ টি কেন্দ্রে। আগামী ২১ ডিসেম্বর সকাল ৮ টা থেকে পোস্টাল ব্যালট দিয়ে গণনা শুরু হবে। বরো ১ ও বরো ২ –এর গণনা হবে উত্তর কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি, ৫৬-এ, বি টি রোড, কলকাতা – ৫০। বরো – ১ – এর ন'টি ওয়ার্ডে মোট ভোটার আছে ২,৬৮,১৭২ জন। এবং বরো – ২ তে মোট ভোটার আছে ১,৪৮,৭৬৪ জন। বরো – ৩, বরো – ৪, বরো – ৫ এবং বরো – ৬ – এর গণনা হবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে, সৈয়দ ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলকাতা – ২১ । বরো – ৩ – এর ন'টি ওয়ার্ডে মোট ভোটার আছে ৩,০১,১৫৩ জন। বরো – ৪ এর ১০ টি ওয়ার্ডে মোট ভোটার আছে ১,৯৬,৮৬৫ জন। বরো – ৫ – এর ১১ টি ওয়ার্ডে মোট ভোটার আছে ১,৮৬,৫৩৮ জন। এবং বরো – ৬ – এর ১০ টি ওয়ার্ডে মোট ভোটার আছে ১,৯৬,৮৬৫ জন। এবার বরো – ৭ – এর ন'টি ওয়ার্ডের গণনা হবে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম (সাউদার্ন উইনস্), রাজডাঙা মেন রোড, কসবা, কলকাতা – ১০৭। বরো ৭ এ মোট ভোটার আছে অনেকটা বেশি। ৪,৬৯,৯৭৬ জন। বরো – ৮ –এর ১১ টি ওয়ার্ডের গণনা হবে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, ২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা – ২৭। এই বরোতে মোট ভোটার আছে ২,১৯,০৬৭ জন। বরো – ৯ – এর ১০ টি ওয়ার্ডের গণনা হবে ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উমেন, হেস্টিংস হাউস কম্পাউন্ড, কলকাতা – ২৭। এই বরোতে মোট ভোটার আছে ৩,০৭,৪৫৪ জন। বরো – ১০ – র ১২ টি ওয়ার্ডের গণনা হবে যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল, ঢাকুরিয়া, যোধপুর, কলকাতা – ৬৮। এই বরোতে মোট ভোটার আছে ৩,৭০,৭৫৩ জন। বরো – ১১ – র সাতটি ওয়ার্ডের গণনা হবে যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুল, সেলিমপুর, যোধপুর, কলকাতা – ৬৮। এই বরোতে মোট ভোটার আছে ২,০৪,০২৮ জন। বরো – ১২ – র সাতটি ওয়ার্ডের গণনা হবে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, রাজডাঙা মেন রোড, কসবা, কলকাতা – ১০৭, (নর্থ সাইট)। এই বরোতে মোট ভোটার আছে ২,৫৪,৪৮২ জন। বরো – ১৩ – র সাতটি ওয়ার্ডের গণনা হবে বড়িশা হাই স্কুল, ১৩৩ ডি এইচ রোড, কলকাতা – ৮ বেহালা চৌরাস্তা। এই বরোতে মোট ভোটার আছে ১,৭৯,২৬৯ জন। বরো – ১৪ – র সাতটি ওয়ার্ডের গণনা হবে বিবেকানন্দ কলেজ, ২৬৯, ডি এইচ রোড, কলকাতা – ৬৩, ঠাকুরপুকুর থানা । এই বরোতে মোট ভোটার আছে ২,২৬,৯৬৪ জন। বরো – ১৫ – র ন'টি ওয়ার্ডের গণনা হবে সিস্টার নিবেদিতা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর গার্লস, হেস্টিংস হাউস কম্পাউন্ড, কলকাতা – ২৭। এই বরোতে মোট ভোটার আছে ২,৩৮,৮৫২ জন। এবং বরো – ১৬ – র সাতটি ওয়ার্ডের গণনা হবে ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম (উচ্চ মাধ্যমিক), ঠাকুরপুকুর, থ্রিএ বাসস্ট্যান্ড, কলকাতা – ১০৪। এই বরোতে মোট ভোটার আছে জন। আগামী ২১ ডিসেম্বর বেলা ২ টোর মধ্যে কলকাতা পুরসংস্থার ১৪৪ টি ওয়ার্ডের সামগ্রিক ফলাফল পরিষ্কার হবে নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য।

লেন্স বার্তা

সাধের পুকুর,আবর্জনায় ভরা।

ভাল উদ্যোগ।

সূর্য ডোবার পালা,অসে যদি আসুক–বেশ তো।

রাস্তা বন্ধ করে,চলছে মিটিং এর প্রস্তুতি।

আকাশ পথ পরিস্কার থাকলেও,নির্মিয়মাণ মেট্রোরেল এর কারনে,যান–যট চিনারপাকে

ছবি : অভিজিৎ কর

ইএমবিও গ্লোবাল ইনভেসটিগেটর নির্বাচিত হলেন বাঙালী বিজ্ঞানী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শ্রী শ্রীমন্ত গায়েন বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের

মলিকিউলার রিপ্রোডাকশন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগে কর্মরত। তাঁর গবেষণা গোষ্ঠীর লক্ষ্য ইঁদুর এবং মানুষের গড়ে ওঠার সময়ে জিনের এপিজেনেটিক রেগুলেশনের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এক্স ক্রোমোজোম ইনঅ্যাক্টিভেশন লেন্সের মাধ্যমে, জেনোমিক ইমপ্রিন্টিং এবং র‍্যা নডম মনোঅ্যালেলিক অটোসোমাল জিনের প্রকাশের মাধ্যমে। তাঁর ল্যাবের সামগ্রিক লক্ষ্য হল, ক) ক্যান্সার স্টেম সেল বায়োলজির প্রথম দিকের রূপান্তর সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি যাতে ক্যান্সার প্যাথোজেনেসিসকে ভালভাবে বোঝা যায় এবং তার সুচিকিসার ব্যবস্থা করা যায়, খ) এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ)–

এর মাধ্যমে জন্ম হওয়া শিশুদের লিঙ্গ নির্ধারণে বৈষম্য রোখা যায় এবং আইভিএফ–এর সাফল্যের হার বাড়ানো যায় এবং গ) মানব আইপিএসসি–র মান বাড়ানো যায়। অপর বিজ্ঞানী শ্রী রামরায় ভাটের গবেষণার বিষয় হল, স্তন এবং জরায়ুর ক্যান্সার মেটাস্টেসিসে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করা। তিনি তাঁর গবেষণায় বিশেষ নজর দিয়েছেন, কিভাবে পরিযায়ী ক্যান্সার সেল নিজেকে বহু কোষের সমাহারে পরিণত হয় যাতে প্রতিকূল শারীরিক পরিস্থিতির মধ্যে বঁচে থাকা যায় এবং স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেদ করা যায়। এই দুজন বিজ্ঞানীর সঙ্গেই আইআইএসসি–র বায়ো কেমিস্ট্রি বিভাগের তৃতীয় বিজ্ঞানী, শ্রী সন্দীপ ঈশ্বরাপ্পা ২০২১–এর ইএমবিও গ্লোবাল ইনভেসটিগেটর

নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়– জেনেটিক কোডের ধাঁধা সমাধান করে এমআরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা। ইএমবিও এমন একটি সংস্থা যার সদস্য সংখ্যা ১৮০০র–ও বেশি শীর্ষস্থানীয় গবেষক। এই সংস্থার লক্ষ্য– ইউরোপ এবং অন্যত্র জীবন বিজ্ঞান ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার প্রসার ঘটানো। সংস্থার প্রধান লক্ষ্য – প্রতিভাশালী গবেষকদের সর্বক্ষেত্রে সহায়তা করা, বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান–প্রদানে উসাহ যোগানো এবং এমন একটি গবেষণার পরিবেশ তৈরি করায় সাহায্য করা যেখানে বিজ্ঞানীরা তাঁদের সেরা অবদান রাখতে পারেন।

চিকিৎসায় অসাধ্য সাধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ক্যালকাটা মেডিকেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট'র ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে তাদের উল্লেখযোগ্য চিকিৎসাগুলিকে তুলে ধরল কর্মকর্তারা। ১০ বছরের সাগর জানা কিডনির সমস্যায় বহুদিন ভোগার পর সময় আসে কিডনি প্রতিস্থাপন করবার। এই অল্পবয়সে তার কিডনি প্রতিস্থাপন করে সুস্থ করে তোলে রেনাল বিভাগের মুখ্য এবং নির্দেশক ডাঃ প্রদীপ চক্রবর্তী । আর তার সাথে ছিলেন পেডিঅ্যাট্রিক নেফ্রোলজির ডাক্তার রাজীব সিনহা। এখন সেই বাচ্চাটি অন্যদের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। এমনই ১৪ বছরের সোনি লামি কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে সুস্থ এবং সজীব রয়েছে। জন্ম থেকেই মূক ও বধির আহির রায় তার শ্রবণ ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে 'কোচ লেয়ার' প্রতিস্থাপনের পরে যা শুধু সম্ভব হয়েছে 'ইএনটি কোচ লেয়ার' প্রতিস্থাপনের ডাক্তার এন ভি কে মোহনের জন্য। ৬৫ বছরের সাবিত্রী দেবী ডাক্তার অর্জুন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে চোখের জটিল সমস্যা কাটিয়ে পৃথিবীর আলো খুব পরিস্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছে। শ্রিয়াঙ্ক দত্তর এক দুর্ঘটনার কারণে আঙুল বাদ চলে যায়। কিন্তু ডাঃ অনুপম ঘোষের হাতের কারুকার্যে আঙুল প্রতিস্থাপন করা হয়। এখন শ্রিয়াঙ্ক ছবি আঁকার মাধ্যমে তাঁর শিল্পসত্তাকে এগিয়ে চলেছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি কে বিড়লা হসপিটালের অধিকর্তা ডাঃ সিমারদীপ গিল।

কলকাতা পুরসংস্থার ভোটে ইলেকশন মেটিরিয়াল ব্যাগ রেডি করা হয়েছে। বরো ১০ – এর যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলে।

ছবি: অরুণ লোধ

পুরভোটের আগে কলকাতার সফলতম মেয়রের স্মৃতিচারণ

উমা শঙ্কর দাস

দীর্ঘদিনের বন্ধু সুব্রত মুখোপাধ্যায় চলে গেল। আজ অনেক কথাই মনে পড়ে। ও অনেক দূরে চলে গেলো বলেই মনে হয় হয় কতো কাছের মানুষ ছিল। ওর সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল সবার সঙ্গে মিশতে পারতো খোলা মনে। যে কোনও বয়সের সঙ্গে গল্প, আড্ডা, রসিকতা কিছুই বাদ যেতো না, আর সাংবাদিকদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা। সবার খবর রাখতো, এই ধরা যাক পাঁচ বছর মহানাগরিক থাকার সময়, কোনও দিনও খবরের খরা ছিল না। প্রতিদিনই গল্পের মধ্য দিয়ে কোনও না কোনও খবর ঠিক বেরিয়ে আসতো। প্রতিদিন ঠিক বিকেল পাঁচটায় মহানাগরিকের ঘরে ওর সাংবাদিক বৈঠক ছিল খুবই আকর্ষণীয়, সবাইকে চা খাইয়ে হাসি মুখে একটার পর খবর। তখন খবরের গুরুত্ব বেশি হতো তার কারণ, রাজ্যে ক্ষমতায় আছে বামফ্রন্ট সরকার আর কলকাতা পুরসংস্থায় তৃণমূল–বিজেপি জোটের বোর্ড, মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় আর উপমহানাগরিক বিজেপির মীনাদেবী পুরোহিত।

একদিন মহানাগরিকের ঘরে বসে কে একজন বললো, পুরসংস্থার সামনে বামেদের বিক্ষোভ চলছে। মহানাগরিক কুশপুত্তলিকা পোড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত বললো, ওদের বলো, বারোটা কুশপুত্তলিকা তৈরি করে ভেতরে রেখেছি। যখনই দরকার হবে। ওদের নিয়ে যেতে বলো। কেননা মহানাগরিক পদেরও পাবলিসিটির দরকার আছে।

তখন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এবং কলকাতা পুরসংস্থাতেও বাম পুর বোর্ড চলছে। এক সময় রাজনৈতিক দলগুলির লক্ষ্য ছিল প্রথমে ছোটো লাল বাড়ি অর্থাৎ কলকাতা পুরসংস্থা এবং তারপরে বড়ো লাল বাড়ি অর্থাৎ রাইটার্স বিল্ডিং দখলের।

২০০০ সালে কলকাতা পুরসংস্থার নির্বাচনের ফলাফলে বোর্ড গঠনের সমস্যা দেখা দেয়। তৎকালীন ১৪১ টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট পায় ৬০ টি, তৃণমূল–বিজেপি পায় ৬১টি, জাতীয় কংগ্রেসের ১৫ টি এবং নির্দল পাঁচটি আসনে। সেই সময় সুব্রত মুখোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রের(১৬২) বিধায়ক সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বালিগঞ্জস্থিত ৮৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পুরপ্রতিনিধিও নির্বাচিত হন। পুর অধিবেশনে টানাটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যায় ভোটাভুটিতে সুব্রত মুখোপাধ্যায় মহানাগরিক নির্বাচিত হন। কলকাতা পুরসংস্থার ১৫ বছরের অধিক সময় পর বাম বিরোধী জোট গঠন করে তৃণমূল–বিজেপি জোট।

মহানাগরিক নির্বাচিত হবার পর সুব্রত মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিল, কলকাতা কর্পোরেশনকে অনেকে বলে কলকাতা চোরপোরেশন। এই দুর্নাম বা অপবাদ ঘোচাতেই হবে।' মহানাগরিক হিসাবে প্রথমেই আর্থিক দুর্নীতির দিকে নজর দেন তিনি। তদন্ত করে একের আধিকারিক ও এক কর্মীকে বরখাস্ত করা হয় দুর্নীতির অভিযোগে। দক্ষতার সঙ্গে পুরসংস্থা পরিচালনা শুরু করেন। বকেয়া সম্পত্তি কর আদায়ের ওপর জোর দেন। তার সময় রেকর্ড পরিমাণ সম্পত্তি কর আদায় হয়েছিল, এমন কী বড়ো বড়ো হোটেল এবং সংস্থা থেকে কোটি কোটি টাকা বকেয়া সম্পত্তি কর আদায় হয়। কলকাতার একটি

বড়ো পাঁচতারা হোটেলের জলের পাইপ লাইন কেটে দেওয়া হয়, বকেয়া সম্পত্তি কর না দেওয়ার দায়ে। হোটেল কর্তৃপক্ষ তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনেন বিষয়টি। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পরিষ্কার কথা সম্পত্তি করের টাকা দাও জলের পাইপ লাইন সংযোগ করা হবে। হলো ঠিক তাই। সম্পত্তি করের টাকা জমা দিয়ে জলের লাইন সংযোগ করাতে হয়েছিল ওই হোটেল কর্তৃপক্ষকে। তার মতাদর্শ ছিল উন্নয়নের আর প্রশাসনের কাজ রাজনীতির উর্ধ্বে থাকা উচিত।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ১৮৭৬ সালে কলকাতা পুরসংস্থার গঠিত হলেও ৭৫ টি ওয়ার্ড নিয়ে পুর পরিষেবা চালু হয়েছিল ১৯২৩ সালে মহানাগরিকের নেতৃত্বে। তারপরে ১৯৫৩ সালে টালিগঞ্জকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ওয়ার্ড সংখ্যা হয় ১০০ টি। ১৯৮৪ সালে যাদবপুর–বেহালা–গার্ডেনরিচ সাউথ সুবার্বানকে যুক্ত করে ১৪১ টি ওয়ার্ড হয় কলকাতা পুরসংস্থার। কিন্তু সংযুক্ত এলাকার পানীয় জল–রাস্তা–নিকাশি ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণ পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। সেই সময় মহানাগরিক হিসাবে সুব্রত মুখোপাধ্যায়–এর মত হলো প্রতি পাঁচ বছরে শহরের এক একটা সমস্যার সমাধান করতে পারলেই সুন্দর এক শহর গড়ে উঠবে। তাই তার আমলে প্রথমেই জোর দেওয়া জোর দেওয়া হয় পানীয় জলে। তার কথায় এই প্রকল্প গুলি রূপায়িত হলে আগামী ২০ বছর কলকাতা পুরসংস্থা এলাকায় পানীয়জল সমস্যা থাকবে না। তিনি একাধিক জল প্রকল্প গড়ে তোলেন। তার মধ্যে জোড়াবাগান, খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জ, ধাপা জল প্রকল্প (জয়হিন্দ)। এছাড়া গার্ডেনরিচ ও ইন্দিরা গান্ধী (পলতা) জল প্রকল্পে অতিরিক্ত জল উৎপাদন ব্যবস্থা।

প্রিয়–সুব্রত জুটিকে প্রথম দেখি ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানে ছাত্র নেতা হিসাবে। আর এ জুটিকে শেষ দেখি নিজাম প্যালেসে ২০০৮ সালের জুন মাসে, আমার এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে সুব্রতর বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল আমন্ত্রণ করার জন্য। কিন্তু আমার যেতে দেরী হওয়ায় সুব্রত ফোনে আমাকে নিজাম প্যালেসে যেতে বলে। সেখানেই সুব্রত ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে দেখি আলোচনা রত অবস্থায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সকালে ব্যারাকপুর গান্ধী ঘাটের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল এ এল ডায়াস, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় চলছে রামধুন সংগীতে, হঠাৎ ছেঁড়া জামা পড়া এক মধ্যবয়সী ব্যক্তি নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে ঢুকে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে ফুলের মালা পরিয়ে শ্লোগান, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যুগ যুগ জিও' এবং রাজ্যপালকে একটি ছোটো ফুলের তোড়া দিলেন। পাশ থেকে দেখছি মুখ্যমন্ত্রী মানুদার (সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের ডাক নাম) মুখ লাল হয়ে গেছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও বেশ বিব্রত বোধ করছে, যাই হোক, নিরাপত্তা রক্ষীরা ওই ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত আটক করে। এর কয়েক মিনিট পরেই সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় উত্তর কলকাতার সিঁথিতে কংগ্রেস নেতা ও পুর প্রশাসক গণপতি সুরের একটি পূর্ণমূর্তির উদ্বোধন করেন। সেখানেই রাজ্য পুলিশের আইজি'র এক পদস্থ অফিসার সুব্রতর কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে কিছু বলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং সুব্রত কিছুটা যেন হতভম্ব হয়ে পড়েন। ওখানেই সুব্রতকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি বাংলাদেশে মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে কয়েক ঘন্টা আগে। আমার তখন মনে পড়লো কয়েক মিনিট আগে ব্যারাকপুর গান্ধী ঘাটের ঘটনা। ওই দিন বিকেলে ব্যারাকপুরের মহকুমা পুলিশ অফিসার আমাকে চা–চক্রে আসার জন্য ফোনে আমন্ত্রণ জানান। বিকেলে যাবার আগেই রাজ্য পুলিশের এক কর্তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে জানতে পারি, ব্যারাকপুর গান্ধী ঘাটের ঘটনার জেরে কয়েকজন পুলিশ অফিসার সাসপেন্ড হতে চলেছে। ঠিক তা–ই হল ওই দিন সন্ধ্যায় মহকুমা পুলিশ অফিসারসহ কয়েকজন অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল।

সংবাদসংস্থা পিটিআই – এর বরিষ্ঠ সংবাদদাতা

মাঙ্গলিকী

নীল চাষ, হুন সাহেবের বন ও কিছু স্মৃতি

পাঁচু গোপাল মাজী : খুব বেশি অতীতের নয়। মোটামুটি কম বেশি দু'শ বছর আগেকার কথা হবে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলায় এমন গ্রাম খুব একটা কম ছিল না যেখানে দিনে দুপুরে নীলকর সাহেবদের শ্যামচাঁদ নামক সেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত চাবুকের হিসহিসানি শব্দের সঙ্গে নীলচাষিদের আর্ত চিৎকারে পাড়া কেঁপে উঠত না। নীল বাঁদরদের নির্মম অত্যাচারে কত যে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেত তার সংখ্যা নেই। অত্যাচারের চরম পরাকাষ্ঠা হিসাবে রাতের অন্ধকারে অভাগা অনিচ্ছুক নীল চাষিদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে মারা হতো কত যে তারও ইয়ত্তা নেই। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের সেইসব দিনের কথা আজ আমরা ভুলে গেলেও নীলচাষের কিছু কিছু স্মৃতি বুকে ধরে রেখেছে আজও কিছু কিছু স্থান ও গ্রাম। তেমনই একটি স্থানের নাম হল 'হুন সাহেবের বন'। গোয়ালবাড়ি, খানাবাড়ি, কেরানী সাহেবের বাগান প্রভৃতি এরই লাগোয়া নীল চাষের ক্ষেতি এলাকা। এগুলি বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নদাখালী থানা এলাকার সাহেবান বাগিচা, সাহেবান উমেদপুর, মুচিশা ও কামরা গ্রামগুলিতে নামান্তরিত। হুগলি নদীর শাখা নদী কাস্তেকুমারী ও চকনদীর পরিবেষ্টিত এইসব নীলচাষের ক্ষেত নিয়ে ছিল সাহেবদের দাপট। সাহেবান বাগিচা ও সাহেবান উমেদপুর গ্রামের নাম সাহেব শব্দ থেকেই হয়েছে। আজ থেকে ৭০–৮০ বছর আগেও সাহেবান বাগিচা ছিল। 'হুন সাহেবের বন' নামে বহুল প্রচলিত। মিস্টার হিউম নামক কোনও এক ইউরোপীয়ান এখানে প্রায় ৬০০ বিঘা এবং সাহেবান উমেদপুরের প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে নীল চাষ করত স্থানীয় চাষিদের দ্বারা। প্রসেসিং করত বাইরে থেকে আগত কারিগররা যাদের গ্রামীণ কৃষিহীন কারিগর হিসাবে যেখানে বসবাস করার জায়গা দেওয়া হয়েছিল সে স্থানের নাম ছিল 'খানা বাড়ি'।

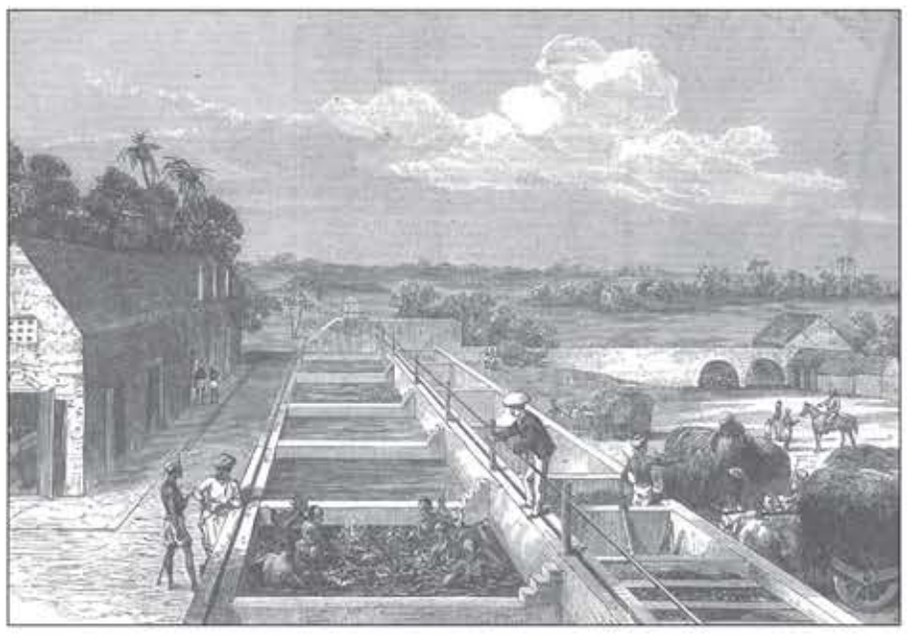

সাহেবান বাগিতায় নীলকর হিউম সাহেবের দুখানি কুঠিবাড়ি ও সংলগ্ন পুকুর দুটি আজ একেবারে বিলুপ্ত। সাহেবান উমেদপুর মৌজায় ৮ বিঘা জলকর নীলকুঠি পুকুর নামে আজও বিদ্যমান ব্যক্তিগত মালিকানায়। পাশে বিশাল কুঠিবাড়ি আজ একেবারে ধূলিস্যাত হয়ে গেছে। তবে নার্শারী চাষের কাজের সময় নীল তৈরির পাকা চৌরাস্তার কিছু কিছু অংশ দেখা গিয়েছিল বলে জানা যায়। আমরা ডাকঘরের পাশেই প্রায় ১৫ ফুট পরিখা খাল বেষ্টিত প্রায় চল্লিশ বিঘা ডাঙা ও সানবাঁধানো ঘাট সহ ৪ বিঘা পুকুর আজও ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে। এগুলি ছিল মিস্টার কেরানী সাহেবের নীল ডাঙা নীল চাষের ক্ষেত। কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া কামরা গ্রামে ধোকড়া হাট নামে একটি হাট চালু ছিল সে সময় এই সব নীলকর সাহেব তাদের কর্মচারী ও কারিগরদের সাপ্তাহিক বাজার করার জায়গা। ৭৫ নম্বর বাসরুটের গায়ে ফুলতলা নামে যে একটি স্টপেজ আছে শোনা যায় হিউম সাহেবের বেগুনি রঙের ফুলের গাছের নাম থেকে হয়েছিল। ৭৫ নম্বর বাসরুটের মাটির তৈরি আদি রাস্তাটাও হয়েছিল একদা নীলকর সাহেবদের ঘোড়াগাড়ি আর মাল বহনের জন্য গরুর গাড়ি যাতায়াতের পথ হিসাবে। ১৮৫৯–৬০ সাল থেকে নীলচাষ এই এলাকা থেকে উঠে গেছে বটে। তার মূলে যে নীলচাষিদের সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করতে দুদুমিঞা, মেঘাই সর্দার প্রভৃতির মত নেতাগণ এঁদের পাশে দাঁড়াতেন তাও ভুলে গেছি। আজকাল সাহেবান বাগিচা সাহেবান উমেদপুর কামরা, বৃন্দাবনপুর, মুচিশা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে যে রংবাহারী ফুল–ফলের ভারতখ্যাত নার্শারী বাগান দেখে আমরা পুলকিত হচ্ছি, কে বলতে পারে হয়তো আমাদেরই কোন ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা–কাকাদের রক্তে রাঙা হয়েছিল এইসব স্থানগুলি।

'সাহিত্য প্রভাকর' পেলেন সিদ্ধার্থ সিংহ

সুরিন্দর সুরাইয়া : বাংলা সাহিত্যে সব শাখায় অসামান্য অবদানের জন্য সৃজনী ভারত এ বছর সাহিত্য প্রভাকর পুরস্কারে সম্মানিত করল কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহকে। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর 'পঞ্চাশটি গল্প' বইটির জন্য।

এই পুরস্কার বহু দিন আগে ঘোষণা করা হলেও অতিমারির কারণে স্থগিত রাখা হয়েছিল।

এ দিন 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গান গাইতে গাইতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিদ্যানগরের জেলা গ্রন্থাগারে 'সৃজনী ভারত সাহিত্য উসব ২০২১'–এর সূচনা হয়।

বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে সিদ্ধার্থ সিংহের হাতে 'সাহিত্য প্রভাকর' পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক এবং গবেষক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর 'পঞ্চাশটি গল্প' গ্রন্থটির জন্য।

এর আগে ২০২০ সালে 'সাহিত্য সম্রাট' উপাধিতে সম্মানিত এবং ২০১২ সালে 'বঙ্গ শিরোমণি' সম্মানে ভূষিত সিদ্ধার্থ সিংহের জন্ম কলকাতায়।

ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ই তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় 'দেশ' পত্রিকায়। প্রথম ছড়া 'শুকতারা'য়। প্রথম গদ্য 'আনন্দবাজার'–এ। প্রথম গল্প 'সানন্দা'য়। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহল তোলপাড় হয়। মামলা হয় পাঁচ কোটি টাকার। পরে এই গল্প নিয়ে শিশির মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় নাটক, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল।

ছোটদের জন্য যেমন মৌচাক, শিশুমেলা, সন্দেশ, শুকতারা, আনন্দমেলা, কিশোর ভারতী, চিরসবুজ লেখা, ঝালাপালা, রঙবেরং, শিশুমহল ছাড়াও বর্তমান, গণশক্তি, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আনন্দমেলা–সহ সমস্ত দৈনিক পত্রিকার ছোটদের পাতায় লেখেন, তেমনি বড়দের জন্য লেখেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং মুক্তগদ্য।

লেখেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত মুদ্রিত এবং অন্তর্জাল পত্রপত্রিকায়।

'রতিছন্দ' নামে এক নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেছেন তিনি। 'রিয়্যালিটি উপন্যাস'–এরও প্রথম প্রচলন করেন তিনিই। বাংলা সাহিত্যে অণুগল্পের যে রমরমা শুরু হয়েছে তার পিছনেও রয়েছেন তিনি। তাঁর এবং বিশিষ্ট লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যৌথ সম্পাদিত 'শত লেখকের শত অণুগল্প' সংকলনটি এর সূচনা করেছিল। এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে তিনি সংযোজন করেছেন আরও একটি নতুন শাখা, 'ঝলক–গল্প'। যেগুলোকে নিয়ে ইতিমধ্যেই হিন্দি, ওড়িয়া, মালয়ালাম, তামিল এবং তেলুগু ভাষায় ছোট্ট ছোট্ট 'স্পার্ক ফিল্ম' তৈরি হয়েছে। হয়েছে

বাংলাতেও।

তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দুশো সাতান্নটি। তার বেশির ভাগই অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। বেস্ট সেলারেও উঠেছে সে সব। ষোলোটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন তিনি এবং লিখতেও পারেন।

এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যৌথ ভাবে পাঁচশোর ওপর সংকলন সম্পাদনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক লীলা মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নবনীতা দেবসেন, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে।

এই মুহূর্তে সম্পাদনা করছেন 'বেঙ্গল ওয়াচ্'–এর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাহিত্যের পাতা'। যেটি প্রকাশিত হয় প্রত্যেক রবিবার।

আমেরিকার 'উড়ালপুল' পত্রিকার কলকাতা সম্পাদক।

বিশ্ববঙ্গ টিভির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক।

ভারত, বাংলাদেশ এবং নরওয়ে থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা 'সাময়িকী'–সহ মোট চারটি মুদ্রিত এবং ওয়েবজিনে প্রত্যেক দিন একটি করে দৈনিক কলাম লেখেন।

যুগশঙ্খ পত্রিকায় প্রায় প্রতি রবিবারই দেখেন একটি করে নিবন্ধ।

বিশ্ববঙ্গ টিভির ইউটিউব চ্যানেলের রবিবারের 'ভিডিও সাহিত্য'র সম্পাদক এবং পরিচালক। এ ছাড়াও প্রতি শুক্রবার সকাল ৮টায় সেলিব্রেটিদের সঙ্গে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা করছেন।

তাঁর লেখা নাটক বেতারে তো হয়ই, মঞ্চস্থও হয় নিয়মিত। তাঁর শ্রুতিনাটক নিয়মিত করেন জগন্নাথ বসু থেকে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়রা। তাঁর কাহিনি নিয়ে ছায়াছবিও হয়েছে বেশ কয়েকটি। গান তো লেখেনই। মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করেছেন বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতে।

তাঁর ইংরেজি এবং বাংলা কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কয়েকটি সিনেমায়। বানিয়েছেন দুটি তথ্যচিত্র। লিখেছেন বেশ কয়েকটি ছায়াছবির চিত্রনাট্য। তিন–তিন বার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া এই মুষ্টিযোদ্ধা এক সময় আনন্দবাজার সংস্থায় নিয়মিত মডেলিংয়ের কাজও করেছেন।

আশির দশকের অত্যন্ত জনপ্রিয় এই সব্যসাচীর লেখা পাঠ্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখের মধ্যে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, মুক্তগদ্য, প্রচ্ছদকাহিনি মিলিয়ে মোট তিনশো এগারোটি লেখা প্রকাশিত হওয়ায় 'এক মাসে সর্বাধিক লেখা প্রকাশের বিশ্বরেকর্ড' অর্জন গড়েছেন তিনি।

২০২১ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে মাত্র 'সাত দিনে পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস' লিখে এবং সেই পাঁচটি উপন্যাস একই সঙ্গে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি দেশের নামিদামি পত্র–পত্রিকা এবং ওয়েবজিনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হওয়াটাও বাংলা সাহিত্যে একটি নজিরবিহীন ঘটনা।

আনন্দবাজার পত্রিকার এই প্রাক্তণী ইতিমধ্যেই পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সাহিত্য সংসদ পুরস্কার, স্বর্ণকলম পুরস্কার, সময়ের শব্দ আন্তরিক কলম, শান্তিরত্ন পুরস্কার, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, কাঞ্চন সাহিত্য পুরস্কার, সন্তোষকুমার ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা লোক সাহিত্য পুরস্কার, প্রসাদ পুরস্কার, নতুন গতি পুরস্কার, ড্রিম লাইট অ্যাওয়ার্ড, কমলকুমার মজুমদার জন্মশতবর্ষ স্মারক সম্মান, সামসুল হক পুরস্কার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, অণু সাহিত্য পুরস্কার, কাস্তেকবি দিনেশ দাস স্মৃতি পুরস্কার, শিলালিপি সাহিত্য পুরস্কার, চেখ সাহিত্য পুরস্কার, মায়া সেন স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ছাড়াও ছোট–বড় অজস্র পুরস্কার ও সম্মাননা। পেয়েছেন ১৪০৬ সালের 'শ্রেষ্ঠ কবি' এবং ১৪১৮ সালের 'শ্রেষ্ঠ গল্পকার'–এর শিরোপা।

এ বার তাঁর মুকুটে সংযোজিত হল আরও একটি পালক।

বেহালা অনুদর্শীর নাট্যমেলা

কৃষ্ণচন্দ্র দে : প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হল। মঞ্চে অতিথি বরণের শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষে উভয় বক্তাই বেহালা অনুদর্শীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সি প্রশংসা করেন। সত্যপ্রিয় রায় অতিমারিতে নাটকের বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। সুমনার নির্দেশনায় অভিনয়ের কথা বলেন, অরূপ রায় একেবারে সংক্ষিপ্ত ভাষণে শুধু বলেন নাটকের জয় হোক। বর্তমানে নাটকের খরচ অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। ছোট ছোট দলের পক্ষে আর একার চেষ্টায় নাটক করে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। বড় বড় দলগুলিও সমবেত প্রচেষ্টায় নাটক করতে উদ্যোগ হয়েছেন। বেহালা অনুদর্শীর নির্দেশিকা এর আগে বহুবার সমবেত চেষ্টায় নাটক করেছে এবং দর্শক মণ্ডলীর বাহবা কুনিয়েছে। স্বর্গত অরুণ গুপ্ত আক্ষরিক অর্থে নাটকের লোক নন, কিন্তু উনি নাট্যদলের প্রকৃত সুহৃদ ছিলেন। বহুদলকেই তিনি অর্থ সাহায্য দিয়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে সঞ্জীবিত ও ঋদ্ধ করেছেন। তাই তার স্মরণে এই নাট্যমেলা প্রতি বছর বেহালা অনুদর্শী উদযাপন করে আসছে। প্রয়াত গুপ্ত মহাশয় অনুদর্শীর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন।

বর্তমানে বিগত ২ ডিসেম্বর ২০২১ তপন থিয়েটারে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল বেহালা অনুদর্শীর অরুণ গুপ্ত স্মারক নাট্যমেলা ২০২১–এর দ্বিতীয় পর্ব। এই উৎসব বা নাট্যমেলা অনুদর্শীর একান্ত নিজস্ব ভাবনা। সুমনা সফল ভাবেই অনুষ্ঠান শেষ করল। এইদিন মোট চারটি নাটক মঞ্চস্থ হল। ১ম নাটক ন্যাজট ভাবনা প্রযোজিত নাটক 'পোশাকের রঙ' ভাবনা–মৌমিতা বর সাহা। নির্দেশনায় মনীষ ভট্টাচার্য। বেশ ভালো উপস্থাপনা। রাজনীতির কারবারীরা গিরগিটির মতো ক্ষণে ক্ষণে পোশাকের রঙ পাল্টায় শুধু মাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। বরুন চরিত্রে পৌলমি চক্রবর্তী দক্ষ অভিনেত্রী। কণ্ঠটিও বেশ সুরেলা। এছাড়া শ্রীপদ বর, মৌমিতা বর সাহা ও নির্দেশক মনীষ ভট্টাচার্য ডলি চরিত্রায়ণ করেছেন।

দ্বিতীয় নাটক ভাঁটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অরগানাইজেশন

নাটক

প্রযোজিত রুমা সিংহ সম্পাদিত এবং আশিস সরদার নির্দেশিত নাটকে 'কেউ কথা রাখেনি' বিদেশ অর্থাৎ আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে পড়তে ও গবেষণা করতে আসা মেয়েটি নাদমা চৌধুরী কিছু দুবৃত্তের লালসার শিকার হয় এবং তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। পাশাপাশি কিছু সহৃদয় ব্যক্তি বিশেষ করে ডঃ অনুভব ও রনি ডিসুজা, নুরুল মিলে ওকে সুস্থ করে তোলে। অসুস্থ অবস্থায় মেয়েটি পলাশকে খুঁজে বেড়ায়। ডাক্তার অনুভবের অনুরোধে রণি পলাশ সেজে মেয়েটিকে সুস্থ করে তোলে। এখন সুস্থ হয়ে নাজমা রনিকে ভালোবেসে তার হাত ধরবে না নিজেদের দেশে ফিরে যাবে, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। সেটা জানতে গেলে নাটকটা দেখতে হবেই অভিনয়ে আশিস সরকার (রনি), উৎপল হালদার (ডঃ অনুভব), বৃষ্টি ওরফে নাজমা চরিত্রে রুমা সিংহ সকলেই চেষ্টা করেছেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্থক চরিত্রায়ণে। ডাক্তারের ইনজেকশন জামার উপর দিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। বাঙাল লবজ উচ্চারণে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। মঞ্চে চড় মারাও শিখতে হয়।

তৃতীয় নাটকের প্রারম্ভে বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডঃ উৎপল ব্যানার্জীকে নাট্যকর্মীদের অগাধ ভালবাসা ও সহানুভূতিতে স্মরণ করে সম্বর্ধনা গ্রহণ করেন। তিনি নাট্যকর্মীদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল মানুষ। তার কথায় নাট্যকর্মীরা মানুষের মননকে ঋদ্ধ করেন তাই তারা সমাজবিজ্ঞানী। দলমত নির্বিশেষে সকল নাট্যকর্মীই তার সহযোগিতা, সহমর্মিতা থেকে বঞ্চিত হননি।

তৃতীয় নাটক : বড় একা লাগে। রচনা : অমল রায় (একক অভিনিত) নাট্যরূপ ও নির্দেশনা সুমনা চক্রবর্তী। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার জীবনের হাহাকার। একাকিত্ব যে কোন মানুষকে কুড়ে কুড়ে খায়। এই নিঃসঙ্গতা মানুষের জীবনে এক অমোঘ অভিশাপ। সংসারের সব প্রয়োজন মিটিয়ে ভাইদের মানুষ করে নিজের সুখ সাচ্ছন্দের কথা কোনদিন ভাবতে পারেনি। জীবন সায়াহ্নে বসে তার সম্বল শুধু পেনশনের কিছু টাকা তাও ভাই এসে বেশির ভাগটাই নিয়ে যায়। এই মর্মন্তুদ কাহিনীর হাহাকার মিশ্রিত কান্না ফুটে উঠলো সুমনার অভিনয়ে। একটা হ্যালুসিয়েশনের মধ্যে সংযোগহীন টেলিফেনে অনর্গল কথা বলে খানিকটা সময় অতিবাহিত করে যান, শুধু বেঁচে থাকার আনন্দের কিছুটা স্বাদ নিতে। নাটকের প্রয়োজনে আরও দুটি চরিত্র সুমনার স্ক্রীপ্টে হয়ত আছে, কিন্তু এই নাটক সুমনার কক অভিনয়ের নাটক। সুমনা একাই নাটকটা টেনে নিয়ে গিয়েছে। তরুণী সুমনার চেয়ে প্রৌঢ়া সুমনা অনেক বেশি মননশীল। অমিতাভ চাটার্জী এবং সপ্তর্ষী ভালই সঙ্গ দিলেন। অমল রায় একক অভিনয় হিসাবে রচনা করেছেন।

চতুর্থ নাটক : মিউনাস নিবেদিত এবং উৎসব দাস রচিত নির্দেশিত নাটক এন্টিডোট।

নাটকটি পিতা পুত্রের দ্বন্দ্ব বা লড়াই ভেদ করে একটা আদর্শের সংঘাতে পরিণত। নাটকে বাবা অখিলবন্ধু মিত্র শুধু নাট্যকার পরিচালকই নন বর্তমান প্রজন্মের তরুন নাট্যকার নির্দেশক অঙ্কুর মিত্রের বাবা তথা নাট্যদলের সকলের শিক্ষাগুরু ও পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তথাপি নাটকের বিষয় ভাবনা ও তার প্রদর্শনের আঙ্গিক নিয়েই মূলত পিতা পুত্রের লড়াই। অঙ্কুর মিত্রের কাছে তার বাবা এবং মা দুজনেস হিপোক্রিট। যে কেউ থাকে তার নিজস্ব জ্ঞান ধারণা অনুযায়ী দেগে নিতে পারেন বা তার চিন্তা ধরায় একটা লেবেল সেঁটে দিতে পারেন কিন্তু তাতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। আদর্শগত সংগ্রাম বা সংঘাত অত্যন্ত বিতর্কমূলক। আমার মতে বিতর্ক চলতে থাকুক। The debate should be continued. নাটকটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটক অনায়াসেই করা যেত। তার অবকাশ এখনও আছে। নাটকটিকে বরং থ্রিলার ধর্মী করে তোলা হয়েছে। সেটা নাটকের মান লঘু করেনি, কিন্তু যেভাবে শেষ হল যেন মনে হলো শেষ হয়ে হইলনা শেষ।

অভিনয়ে দেবাশিস, মলয়, উৎসব, রত্নাকর ধর, সৌরভ, সোমা দাস, সোমনাথ পাল, প্রদীপ চক্রবর্তী এবং অঙ্কুর মিত্র চরিত্রে অভিনীত শিল্পী সকলেই চেষ্টা করেছেন অভিনয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার ও রচনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক।

শুরু হল কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্পপ্রদর্শনী

মলয় সুর, হুগলি : কোন্নগর পুরসভার উদ্যোগে ১৫তম কোন্নগর বইমেলা শুক্রবার (১০ ডিসেম্বর) স্থানীয় কালীতলা মাঠে শুরু হয়েছে। এবছর ছোট বড় কলকাতার নামী সমস্ত পাবলিশার্স ও প্রকাশক মিলিয়ে ৫৭টি স্টল রয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন রাজ্যর বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তর পাড়ার বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। মেলা কমিটির সভাপতি তথা চেয়ারম্যান তন্ময় দেব জানালেন, মেলার প্রবেশের মূল প্রবেশ পথটি উৎসর্গ করা হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে। এছাড়া সাংস্কৃতিক মঞ্চের নামাঙ্কিত করা হয়েছে রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০ বছরের শতবার্ষিকী উৎসর্গ হয়েছে। মেলা চলবে ১৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কবি সম্মেলনের আয়োজন রয়েছে। বশিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য, বিশ্বনাথ বসু, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় গান পরিবেশন করবেন। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের দুষ্প্রাপ্য ফুলের মেলার সম্ভার আছে। যা অবশ্যই সাধারণ দর্শকরা আকর্ষণ করে সার্থক হয়েছেন। প্রতিদিন মেলা চলাকালীন হাজির থাকছেন শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, হাওড়া সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জী। পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, বিধায়ক স্নেহাশিষ চক্রবর্তী প্রমুখরা। এদিন কোন্নগর জনসভায় এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির সম্পাদক শরদিন্দু ভুঁইয়া, সহ সভাপতি গৌউতম দাস, প্রশাসক পরিমল মুখার্জী সহ আরও অনেকে।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

প্লাবন

(সম্পাদক – স্বপন দত্ত, নববর্ষ ১৪২৮ সংখ্যা, মূল্য ৪০ টাকা) – বিলম্বে হলেও পত্রিকাটি যে ফের স্বমহিমায় ফিরে এসেছে দেখে ভালো লাগল। বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের তীক্ষ্ণ নিবন্ধটি (প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্যবর্ণের অবস্থান) শুরু থেকেই পাঠকদের টেনে রাখে। স্বপন দত্তের নিবন্ধটি (রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনা ..) সম্পূর্ণ এক অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে কবিকে অনুধাবনের প্রয়াস। লেখকের কৃতিত্ব রয়েছে। অলোকানন্দ দাসের (উত্তরবঙ্গের ভ্রামরী দেবী ..) লেখাটিও ভালো। গল্পগুচ্ছের সম্ভার বেশ সমৃদ্ধ। অভিজিত দাস সরকার ও প্রদ্যুত বিশ্বাস উল্লেখের দাবী রাখেন। কবিতার ঝুলিও বেশ ভারি, কমলেশ পাল, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, ইলা দাস, মানসী কীর্তনীয়া, শিখা ঘটক, জারা সোমা, শঙ্খ চক্রবর্তী, কালীশংকর বাগচি, ভীম ঘোষ, শ্রীময়ী চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকেই ভালো লেখা হাজির করেছেন। প্রতিমা নাগের অনুবাদ গল্পটি (এপন) সুন্দর। সব মিলিয়ে এই সংখ্যাটি সার্থক প্রয়াস। ছাপা ও কাগজ যথেষ্ট উচ্চমানের।

অল্প কথায় গল্প পত্রিকা

(সম্পাদক – রতন শিকদার, অক্টোবর২০২১–মার্চ ২০২২ সংখ্যা, মূল্য ১১০ টাকা) – এ সময়ের অণু গল্পের আকর হিসেবে দীর্ঘদিন নিজের আসনটি পাকা করে নিয়েছে পত্রিকাটি। বর্তমান সংখ্যাটি সেই পরম্পরাকে আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে দিয়েছে। পুরোনো দিনের গল্প, সমসাময়িক মৌলিক গল্প ও বিশ্বসাহিত্যে থেকে অনূদিত গল্প নিয়ে সাজানো এই সংখ্যাটি । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, বনফুল, নির্মল কুমার সিংহ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার স্বাদ পাওয়ার সাথে সাথে প্রায় পঁচাত্তর জন এ সময়ের ছোটগল্পকারের নানা স্বাদের গল্পের মুখোমুখি। অনুবাদ সাহিত্য বিভাগটি নিয়মিত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পাদক–কে বিশেষ কৃতিত্ব দিতেই হয়। (পত্রিকার ঠিকানা – ১২০ শান্তিনগর, রহড়া, কলকাতা–৭০০১১৮ / 9830202053)

কৃষ্ণচূড়া

(সম্পাদক – সুজিত দেবনাথ, শারদ ২০২১, মূল্য – ১৫০/–) অষ্টম বর্ষের শারদ সংখ্যাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হল। অতিমারির ঢেউ সামলে যে কটি পত্রিকা তাঁদের গতিপথ ঠিক রেখে এগোচ্ছে, কৃষ্ণচূড়া তাদের মধ্যে জায়গা করে নিল। অরিন্দম আচার্যের নিবন্ধটি সময়োচিত, সাহসী বক্তব্যের জন্য পাঠকদের তারিফ পাবে। বাবুরাম কর্মকারের নিবন্ধটি (তাম্বুলরাগ) বেশ জমে গিয়েছে। গল্পাংশে বেশ কয়েকটি মনেগ্রাহী গল্প ঠাঁই করে নিয়েছে। কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, শেফালী সরকার, মানস কুমার মণ্ডল, সুকুমার মণ্ডল, দেবযানী চক্রবর্তী প্রমুখের লেখা উল্লেখযোগ্য। অভিজিত রায়ের নিবন্ধটি বড়ো একপেশে মনে হল। লেখক যেন কমিউনিষ্টদের নিন্দেমন্দ করার জন্যই কলম ধরেছেন। সুরটা যেন হিটলারের নাৎসী বিদ্বেষের সুরের সঙ্গে মিলে যায়। সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতা অনেক। লেখাটিতে আরও একটু নিরপেক্ষ ও তথ্যমুলক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাশিত ছিল। অভিজিত মিত্রের ভ্রমণ কাহিনী আরও একটু আঁটোসাঁটো হতে পারতো। প্রচুর কবিতার ভিড় থেকে তারাশংকর দত্ত, ইলা দাস, পার্থসারথী সরকার, অণিমা বিশ্বাস, বিবেকানন্দ নস্কর, মৃণাল কান্তি দে, আরতি দে, মোনালিসা রেহমান প্রমুখের লেখার ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ে। (পত্রিকার ঠিকানা – ১০/৩, নেতাজী নগর, কলিকাতা –৭০০ ০৪০ / 629100249 /e_mail : sujitdebnath57@gmail.com)

তারুণ্য

(সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল, ৩৫ বর্ষ শারদ ২০২১, মূল্য – ২৫ টাকা) – প্রতি বছরের মত মহাপঞ্চমীর সন্ধ্যায় পত্রিকাটির শারদ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে। শীর্ষ রচনায় অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, অনুকূল মণ্ডল প্রমুখের সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ ভালো লাগে। স্বাগতা দাশগুপ্তের ধারাবাহিক (মা সারদা) ও প্রবীর নন্দী–র (ছোট পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ) পাঠকদের কৌতূহল জাগাবে। অণু গল্প ও ছোট গল্পে অসিত দলপতি, লোপামুদ্রা কুণ্ডু, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, শেফালী সরকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, মানস কুমার মণ্ডল বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। সম্পাদকের গল্পটিও (বাসাবদল) এক ভিন্নধর্মী প্রয়াস। প্রচুর কবিতা রয়েছে। তারাশংকর দত্ত, সুদীপ চক্রবর্তী, ভীম ঘোষ, ইলা দাস, তপন কুমার দাস, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, তিস্তা বেজ, স্বপন দাস, অর্চনা ঘোষ, অরুণ কুমার মান্না প্রমুখের লেখা দাগ কাটে। বন্দনা দত্তের অনুবাদ কবিতাটিও চমতকার। সুন্দর রঙীন প্রচ্ছদ পত্রিকাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। (পত্রিকার ঠিকানা – ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড, পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা – ৭০০০৪১ / 9903835611)

বিরাট বনাম সৌরভ

বিতর্কে বিদ্ধ ভারতীয় ক্রিকেট

পারন্তম পালিত : বিরাট কোহলি বনাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেটে আলোচিত নাম নিঃসন্দেহে এই দুজন। একজন সদ্য প্রাক্তন ওয়ান ডে ও টি-২০ অধিনায়ক। আর অপরজন গট-আপ বিতর্কে জর্জরিত ভারতীয় ক্রিকেটকে অন্য এক উচ্চতায় তুলে ধরা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথমোক্ত বিরাট কোহলিকে যদি ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান বলা হয়, ঠিক তেমনই সৌরভ হলেন ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়কদের একজন। কোথায় দুজন মিলে হাতে হাত ধরে ভারতীয় ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তা নয়। পারস্পরিক কলহে লিপ্ত দুজন। কে দোষী, আর কে নির্দোষ সেই আলোচনা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। বরং কীভাবে প্রকৃত সমাধান দুজনকে কাছে আনতে পারে তা নিয়ে ভেবে দেখার অপশনগুলো খোলা রাখতে হবে। কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হল তারও পোস্ট মর্টেম করে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিরাট কোহলি মুখ খোলার পর থেকেই এই বিতর্ক রীতিমতো আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, বিরাট কোহলি টি-২০-র অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর সেই সিদ্ধান্ত বিবেচনা করতে বলেছিলেন তিনি। অথচ বিরাট পরে সাংবাদিক সম্মেলন করে পরিস্কার জানিয়ে দিলেন টি-২০ অধিনায়কত্ব না ছাড়তে তাঁকে কোনওরকম অনুরোধ করা হয় নি। এমনকি তাঁকে যে সীমিত ওভারের অধিনায়কত্ব থেকেও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটাও মাত্র একদিন আগে জানতে পারেন বলেও দাবি করেন কোহলি। বিরাটের কথা ধরলে মনে হবে সৌরভ মিথ্যে বলছেন। আবার সৌরভের কথা শুনলে মনে হচ্ছে বিরাটের অবস্থান ঠিক নয়।

যথারীতি নেটিজেন দুনিয়া তথা দেশের ক্রীড়া ভক্তরা এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে আড়াআড়ি দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। অস্বীকার করার জায়গা নেই সৌরভ অনেক বড় অধিনায়ক বা তারকা হলেও অনেকদিনই প্রাক্তন তিনি। এই মুহূর্তে খেলাধূলার জগতে বিরাট কোহলি শুধু এদেশ বলে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও অন্যতম সেরা ব্যাটার। স্বভাবতই নেটিজেনদের এই অংশ সৌরভকেই কাঠগড়ায় তুলছে। যদিও নিরপেক্ষ বিচারে সৌরভ সেই অর্থে অপরাধী নন। কারণ, যে কোনও ক্রিকেট প্রশাসকের কাছে পারফরম্যান্সই শেষ কথা। একটা সময়ে গাভাসকারকে সরিয়ে তরুণ কপিলদেবের ওপর এভাবেই প্রশাসকরা আস্থা দেখিয়েছিলেন। যার ফলস্বরূপ প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতে ভারত ক্রিকেট জগতে মাইলস্টোন গড়ে তোলে। কপিলের জায়গায় ভেঙ্গসারকার বা আজহারউদ্দিনকে অধিনায়ক করাও ছিল সেরকম এক প্রয়াস। সবসময়ই প্রশাসকরা চান ফল। সেক্ষেত্রে কোনও তারকা নিশ্চিতভাবেই মাপকাঠি হয় না। গ্রেগ চ্যাপেল অধ্যায়ের পর সৌরভকেও সরতে হয়েছে। দ্রাবিড় বা পরবর্তীতে ধোনিকে জায়গা ছেড়ে দিতে। সেখানেও কিন্তু দেশের সাফল্যই ছিল এক এবং অদ্বিতীয়ম উদ্দেশ্য।

এই মুহূর্তে বিরাট কোহলি দেশ তথা বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। কিন্তু একইভাবে বিরাট যে বড়মাপের অধিনায়ক সেটা কখনই প্রমাণিত নয়। দেশের হয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিভিন্ন আইসিসি অনুমোদিত ট্রফিতে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ঘরে তুলতে পারেন নি কোহলি। সেটা অবশ্য তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে। তবে পাশাপাশি রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বে খেলতে তাঁর যে কোনও আপত্তি নেই সেটাও জানাতে ভোলেন নি বিরাট। একইসঙ্গে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়ও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। ঘুরিয়েফিরিয়ে বিরাট তীর যে বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের দিকে সেটা দিনের আলোর মতো পরিস্কার।

রাহুল দ্রাবিড় যাঁর জায়গায় এসেছেন সেই রবি শাস্ত্রীও এই ইস্যুতে বিরাটের পাশে। কোহলি-শাস্ত্রী জুটি ভেঙে দেওয়ার পিছনে খলনায়ক করে তোলা হচ্ছে সেই মহারাজ সৌরভকেই। এর আগেও গাভাসকার বনাম কপিলের লড়াইকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছে ক্রীড়া মহল। কপিল-আজহার নিয়ে চাপানউতোর হয়েছে। তবে সরাসরি বোর্ড প্রেসিডেন্টকে তোপ দাগার ঘটনা এই প্রথম। মহিন্দর অমরনাথ বাঞ্চ অফ জোকার্স বলে নির্বাচকদের আক্রমণ করেছিলেন। তৎকালীন নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান রাজ সিং দুঙ্গারপুরকে আঘাত হেনেছেন। কিন্তু সরাসরি বোর্ডের বিরুদ্ধে আঙুল তোলেন নি মহিন্দরও। সেদিক থেকে বিরাট বিপ্লব ভারতীয় ক্রিকেটে এক নয়া যুগের উত্থান ঘটাল। কোহলি যে অধিনায়ক হিসেবে আইসিসি ট্রফি এনে দিতে পারেন নি এটা যেমন ঠিক, তেমনই বিরাট-শাস্ত্রীর যুগলবন্দিতেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের মাটিতে হারানো, অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে সিরিজ জেতা, ইংল্যান্ডকে তাদের ঘরে হারানো সম্ভব হয়েছে। সৌরভ-রাইট জুটির মতো এ সাফল্য এনে দিয়েছেন কোহলি-শাস্ত্রী। সেদিক থেকে রোহিত-রাহুল জুটিকে ক্রিজে থিতু হতে কিছুটা সময় তো দিতেই হবে।

বেশ কিছুদিন ধরেই বিরাট বিক্রম চলেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জুড়ে। এমনভাবে নিজের কেরিয়ারের সেরা ফর্মটা গড়ে তুলেছেন যাতে মনে হচ্ছে আগামী দিনে শচীন তেন্ডুলকরের যাবতীয় রেকর্ডও ভেঙে দিতে চলেছেন। ক্রিকেট দুনিয়ার ইতিহাসে চোখ বুলোলে দেখা যাবে সেখানে কোনও মহাতারকার অবসরের পর আরও একজন উঠে এসেছেন রকেটের গতিতে। এবং আগের জনের কৃতিত্বকে অনেকটাই খাটো করে দিয়েছে সেই পরবর্তী তারকা। সুনীল মনোহর গাভাসকারের অবসরের পর যখন সবাই ভেবেছিলেন এমন মাপের তারকা আগামী দিনে কি আর পাওয়া যাবে তখন ক্রিকেট আকাশে উদয় ঘটেছিল শচীন সূর্যের । আর এবার শচীনের পর সেই জায়গাটা নিয়েছেন বিরাট। বস্তুত কোহলির ব্যাটিং বিক্রম সেই ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিচ্ছে। এই কোহলিকেই বিয়ের আগে তাঁর প্রেম নিয়ে অনেক সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। সমর্থকদের তো বটেই মিডিয়াও অনেক সময় তুলোধনা করেছে বিরাটকে। সেই বিরাটই এখন নয়নের মণি হয়ে উঠেছে মিডিয়ার। অর্থাৎ সাফল্য যাবতীয় ব্যর্থতার কালিমাকে ধুয়ে দিয়ে গেল। এই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতিতে মমতা সম্পর্কে বলতে গেলে সবাই যেরকম রে রে করে তেড়ে আসবেন তেমনই ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটকে খাটো করার চেষ্টা হলে প্রায় মার খেয়েই বসবেন। যে অসম্ভব ফর্ম এই মুহূর্তে তার ব্যাটে বিরাজ করছে তা অতুলনীয়। এই অমানবিক ব্যাটিং-য়ের সামনে ধুলো হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর যে কোনও দেশের বোলিং। এটাই বিরাটের মাহাত্ম্য। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের যে ঐতিহ্য ছিল তাকে একেবারে শীর্ষে তুলে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। তার পূর্বসুরীরা অফেন্সের থেকেও ডিফেন্সিভ মনোভাবের জন্য বেশি খ্যাত। যদিও শচীন আক্রমণেও কম ছিলেন না। কিন্তু বিরাটের মতো বোলিং আক্রমণকে শাসন করার রেকর্ড আগে কোনও ভারতীয়র আছে বলে মনে পড়ছে না। এটাই বোধহয় তার কোহলিয়ানা। পাশে অন্য দুই তারকা গেইল এবং ডিভিলিয়ার্স তুলনায় অনেকটাই ম্লান।

অন্যদিকে সৌরভ যখন উঠে আসেন তখন আজহারের বেটিং বিতর্কে নাজেহাল ভারতীয় ক্রিকেট। অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকরদের পর্যন্ত নাম জড়িয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারকে হাতে ধরে তুলে ধরে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট গড়ে তোলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শেহবাগ, যুবরাজ, জাহির, হরভজনদের নিয়ে সেই ভারতীয় দল পাকিস্তানে গিয়ে তাদের হারাতে সক্ষম হয়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অজিদের হারায়। বিশ্বকাপেও দুর্দান্ত খেলে ফাইনালে ওঠে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপ জেতা অধরা থেকে যায় অজিদের কাছে হেরে। সৌরভের অধিনায়কত্বের সঙ্গে অনেকটাই যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায় আজকের বিরাটের। তাও সেই বিরাটের জীবনে এই মুহূর্তে সৌরভকে গ্রেগ চ্যাপেলের মতো দেখছে ক্রিকেট ভক্তদের এক বড় অংশ। তবে অধিনায়কত্বের ফাঁস যে বিরাটের গলায় চেপে বসেছে বজ্র আটুনির মতো তা আইপিএলেও খানিকটা মালুম পড়েছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে কখনই মুম্বই ইন্ডিয়ানস বা চেন্নাইয়ের মতো উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন নি কোহলি। সেদিক থেকে তাঁকে শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ে মনোযোগী করতেই হয়তো সৌরভের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের এই পদক্ষেপ এমনটাই মনে করছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তার ওপর বিরাটের হাতে টেস্ট অধিনায়কত্ব তো থাকল। যে টেস্টকে সবসময়ই ক্রিকেটের সেরা ফর্ম্যাট হিসেবে ধরে থাকেন বিরাট।

ফুটবলের ইউরোপীয় ঘরানা

যুধিষ্ঠির নস্কর : একে অলৌকিক ঘটনা বলবেন না অমর কাহিনী আরব্য রজনীর পাতা থেকে তুলে আনা বলে আখ্যা দেবেন? এটাও ঠিক এই ধরনের ঘটনাবহুলতার জন্যই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এত সুন্দর। সকালে অফিস কাছারি থাকা সত্ত্বেও এর জন্য রাত জাগা সত্যি সার্থক। সবথেকে বড় কথা ফুটবল উৎসব চাক্ষুস করার এই মুহূর্তগুলো আপাদমস্তক প্রাণবন্ত। এখানে কখন যে কি নাটক সংগঠিত হবে তা বলা মুশকিল। কখন যে ফেভারিটের তকমা চলে গিয়ে আনকোরা কেউ উঁকিঝুঁকি মারবে তাও ধরতে পারা অসম্ভব। বস্তুত, বিশ্বকাপ দেখার জন্য যাঁরা ৪ বছর মুখিয়ে থাকেন তাঁদের কাছে এই ইউরোপিয়ান ফুটবলের মাহাত্ম্যও অসীম। ঘাত-প্রত্যাঘাত, নাটকীয়তার ভরপুর সংযোজন চলে থাকে এই ফুটবল মহোৎসবে। ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের লিগ ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

যদিও নেদারল্যান্ডস সহ আরও কিছু দেশের লিগের এখন প্রসার ঘটছে। এর মধ্যে আবার স্প্যানিশ, ইংরেজ ও ইতালিয়ান লিগের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। ফরাসী বা জার্মান লিগকেও বাদ দেওয়া যায় কী করে? এইসব দেশগুলি এমন সব খেলা দেখায় যে চোখ জুড়িয়ে যায় ক্রীড়ামোদীদের। ফুটবলপ্রেমীরা এদের জন্য সহস্র রজনী বিনীদ্র থাকতে বলেও খেলার জগতে কথা চালু রয়েছে। কখন যে কোন ম্যাচের হাত ধরে রঙ পালটে যায় গোটা লিগের তাও বোঝা দায়।

এই যেমন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কথাই ধরা যাক না কেন। ঘরের মাঠে প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে ০-২ হারের পর যখন বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ঠিক তখনই পালটে গেল পুরো পরিস্থিতি। বিদেশের মাটিতে গিয়ে, বলা ভালো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়ে সেই প্রতিপক্ষকেই কিনা ৩-১ হারিয়ে লিগে ফের ভেসে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার। এভাবে সিংহের গুহায় গিয়ে পশুরাজ বধের জন্য যদি কৃতিত্ব দিতে হয় তবে ফুটবলারদের থেকেও বেশি সামনে আসছেন ম্যাঞ্চেস্টার কোচ ওলে গুনার সুলশায়ার।

বস্তুত, এই কোচ যেন শুরু করেছিলেন শূন্য থেকে। শূন্য থেকে শুরু করে কিভাবে লেটার মার্কস পেতে হয় তাও তিনি দেখিয়ে দিলেন দুই আঙুল মেলে। দ্বিতীয় লেগে পিএসজির ঘরের মাঠে তাদের ৩-১ হারানোকে অবিশ্বাস্য বলে অভিহিত সারা ফুটবল দুনিয়া। একইসঙ্গে পরের রাউন্ডেও চলে যায় ম্যাঞ্চেস্টার। কদিন আগেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ আটে যাওয়া প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ডের এই প্রখ্যাত ক্লাবের কাছে। প্যারিসের মাঠে সাঁ-জাকে হারানো হালফিলে শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তাই কোচের মুখে বিশ্বজয়ী হাসির ঝলক। অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞ তো এও বলছেন এই যে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাঞ্চেস্টার, এরপর তাদের রোখা অন্যদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে না। কারণ মরাল বুস্টারটাই এখন তাদের আয়ত্তে।

দুটো লেগ মিলিয়ে সাঁ-জা ও ম্যাঞ্চেস্টারের মধ্যে গোল পার্থক্যও ছিল সমান সমান, অর্থাৎ ৩-৩। তাও বিপক্ষের মাটিতে একটা গোল বেশি করার পুরস্কার হিসেবে পরের রাউন্ডে যাওয়ার টিকিট হাসিল করে নিয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। পরিসংখ্যান বলছে এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউট পর্বে আর কোনো দল প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ০-২ হেরে সেখান থেকে বিপক্ষের মাটিতে এভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। সেদিক থেকেও এটা একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। দলের এই ৩-১ জয়ের পিছনে বেলজিয়ান তারকা লুকাকুর জোড়া গোলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। কয়েক বছর আগের বিশ্বকাপের আসরে অন্যতম সেরা তারকা ছিলেন এই লুকাকু। সেই তিনি ও তার টিম প্রবল শক্তিশালী বেলজিয়ান যখন বিদায় নিয়েছিল তখন অনেকেই খুব অবাক হয়েছিলেন। সেইসব ভক্তদের কাটা ঘায়ে কিছুটা হলেও প্রলেপ ঢালবে লুকাকুর এই বিস্ফোরণ। এছাড়া ম্যাঞ্চেস্টারের হয়ে অপর গোলটি করেন র‍্যাশফোর্ড। প্যারিসের দল সাঁ-জা নিজের মাঠে খেললেও এদিন ম্যাঞ্চেস্টারের স্ট্র্যাটেজির কাছে কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিল। যার পরিপূর্ণ সুযোগ তুলে কামাল করে দিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নামিদামি দলটি। ইউরোপিয়ান ফুটবল এভাবে বিশ্ব মানচিত্রে বারংবার সামনে ভেসে উঠেছে। ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার জন্য লাতিন আমেরিকান ফুটবলের ভক্তরাও বলে থাকেন টাচ যদি থাকে লাতিন দেশে, তাহলে পাওয়ার ফুটবলের পুরোধা নিশ্চিতভাবে ইউরোপ। আর ইউরোপে আবার একেক দেশের এক ঘরানা। ইউরোপের জার্মান, ইতালি যদি সাফল্যের শীর্ষবিন্দু হয়, তবে ফ্রান্স এবং স্পেন এখনকার অন্যতম সেরাদের মধ্যে।

ইউরোপের অন্যতম সেরা দল হল্যান্ড অনেকবার বিশ্বকাপের দাবিদার হয়েছে। সেই অর্থে তাদেরও একটা ভিত আছে। রুদ গুলিট, মার্কো ফ্যান বাস্তেন, ফ্র্যাঙ্ক রাইকার্ডদের আমলে যেমন নেদারল্যান্ডস ফুটবলের অন্যতম সেরা যুগ বলা হয়। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি জোহান ক্রুয়েফের আমলের সঙ্গে অনেকেই এই ত্রয়ীর জমানাকে এক করে দেখান।

ফেডকাপ খো-খো তে হুগলি চ্যাম্পিয়ন

মলয় সুর : ২৭ তম সিনিয়র খো-খো অ্যাসোসিয়েশন কাপ ১১ ও ১২ দু'দিন ব্যাপী ভদ্রেশ্বর গভর্ণমেন্ট কলোনীর খেয়ালী খেলাঘর মাঠে অনুষ্ঠিত হল। সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ ও হুগলি জেলা খো-খো অ্যাসোসিয়েশন। এতে পুরুষ ও মহিলা সহ ৮টি দল অংশ নেয়। দলগুলি- হুগলি, নদিয়া, সব পেয়েছে। মূল কেন্দ্রও শিলিগুড়ি। খেলাগুলি লীগভিত্তিক দিবা-রাত্রি হয়। ফাইনালে মেয়েদের খেলায় শিলিগুড়ি ৬-৫ পয়েন্টে সব পেয়েছি মূল আসরকে হারিয়ে জয়ী হয়। রানার্স সব পেয়েছির আসর দারুণ লড়াই করেছে। তাদের বিপাশা ব্যাপারী সেরা চেজার এবং শিলিগুড়ি দলের বনশ্রী সিংহ সেরা রানার সম্মান লাভ করেন। অন্যদিকে ছেলেদের হুগলি ও সব পেয়েছি মূল আসরের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হুগলি ১৯-১৭ পয়েন্টে সব পেয়েছিকে পরাজিত করে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পায়। সব পেয়েছির সুমন বর্মন সেরা চেজার এবং হুগলির তপন পাল সেরা রানার পুরস্কার পান। তপন ইন্ডিয়া দলের খেলোয়াড়। এদিকে খো-খো অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক কল্যাণ চ্যাটার্জী বলেন, এই খেলা প্রসারে বিশেষ করে জনপ্রিয়তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনগুলি পদক্ষেপ নিয়ে খেলাধূলার মান উন্নয়নে এগিয়ে চলেছে, এখান থেকে নিবাচিত বাংলা দলের খেলোয়াড়রা আগামী ২৬-৩১ শে ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে আসর বসবে সেখানে সিনিয়র ন্যাশানাল খেলতে যাবেন। খেয়ালী খেলাঘর ক্লাবে কর্মকর্তা দুলাল চন্দ্র দে জানালেন, রাজ্য সরকার এই খেলাকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। অথচ মহারাষ্ট্র সরকার জাতীয় পর্যায়ে প্রথম সারির খেলোয়াড়দের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করছেন সেখানে তারা আলাদা মর্যাদা পায়। এদিন পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংগঠনের সভাপতি কমলেশ চ্যাটার্জী। প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার তনুময় বসু, ক্লাব সদস্য চিত্তরঞ্জন দে, সাংগঠনিক সম্পাদক বিজন দাস, দিবোন্দু দাস, সহসম্পাদক রতনলাল বিশ্বাস প্রমুখ।

মুচিশায় জমজমাট এম পি কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবার এসডিও মাঠে এমপিকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। তারপর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে ১২৮ টা দলের খেলা চলছে জোরকদমে। এফ গ্রুপে মুচিশা ফুটবল গ্রাউন্ডে গত ১১ ডিসেম্বর এম পি কাপের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন আকাশ ব্যানার্জী, জাহাঙ্গীর খান, নোদাখালী থানার আইসি পার্থসারথী ঘোষ সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা মুচিশা গ্রাউন্ডের পরিবেশ এবং সুসজ্জিত মাঠ সকলকেই মুগ্ধ করেছে। খেলার মাঠকে সাজানোর ক্ষেত্রে অনেকেই বজবজ-২নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জীর ভূমিকার প্রশংসা করছেন। যদিও বুচান বাবু বলেন, এটা আমার কৃতিত্ব নয়, সকলের যৌথ সহযোগিতার ফসল। গত ১৬ ডিসেম্বর এফ গ্রুপের ফাইনালে নৈশলোকে মুখোমুখি হয়েছিল সাউথ বাওয়ালী ও চক মানিক অঞ্চল। রুদ্ধশ্বাস খেলার পর সাউথ বাওয়ালী ১-০ গোলে জয় লাভ করে। ম্যান অব দি ম্যাচ হন পিন্টু মাদারী। উপস্থিত ছিলেন ফুটবলার গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী, প্রদীপ সেন, আই সি পার্থসারথী ঘোষ প্রমুখ। সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী জানান, আগামী ২১ ডিসেম্বর মুচিশা মাঠে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা হবে নৈশলোকে। তার আগে একটি মহিলা ফুটবলের প্রদর্শনী ম্যাচ হবে। যাতে অংশগ্রহণ করবে জাতীয় স্তরের কয়েকজন ফুটবলার। আগামী ১ জানুয়ারী বাটা স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলা হবে।

হকিতে ফিরুক ধ্যানচাঁদ জমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় খেলাধুলার জগতে ক্রিকেট নিয়ে যত উৎসাহ দেখানো হয় অন্যান্য খেলা নিয়ে তার সিকিভাগ প্রচার নেই। এই যেমন হকি। ভারতের অন্যতম ঐতিহ্যশালী খেলা হল হকি। ধ্যানচাঁদের আমলের কথা এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য। হকির এই জাদুকরের হাত ধরে ভারতীয় হকি বিশ্বমঞ্চে ডানা মেলতে সক্ষম হয়েছে। কতবার যে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত জয়ী হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে অলিম্পিকসেও ভারতের সাফল্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে হকি। সেই হকিতে ভারতের সেই ঐতিহ্য অনেকটাই পড়তির দিকে। ক্রিকেটের মতোই হকিতেও ভারতের যুযুধান প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। যে দেশও এখন অনেকটাই গরিমা হারিয়েছে। ক্রিকেট নিয়ে অত্যধিক মাতামাতির ফাঁকে আমরা ভুলতেই বসেছি হকির গৌরবের কথা। হকিতে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। কাছাকাছি উঠে এসেছে নেদারল্যান্ডসের মতো দেশ। অজি এবং ডাচদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শক্তিধর হয়েছে স্পেন, বেলজিয়াম, গ্রেট ব্রিটেন, আর্জেন্টিনার মতো দেশ। এশিয়া মহাদেশ থেকেও দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান নিজেদের তুলে ধরেছে অন্য আঙ্গিকে। বস্তুত, এতকিছুর মধ্যে ভারত নিশ্চিতভাবে বহুলাংশে পিছিয়েছে। যদিও হালফিলে যে নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে তাতে ফের নবোৎসাহে বুক বাঁধছেন ভারতীয় হকি অনুরাগীরা। ধ্যানচাঁদ মার্কা গৌরব না হোক কাছেপিঠে নিজেদের কী তুলে ধরা সম্ভব নয়? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতের ক্রীড়াজগতে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com